মুখতাসার

শুআবুল ইমান

[ইমানের শাখা-প্রশাখা]

মূল

ইমাম বায়হাকী (রহ)

অনুবাদ ও সংকলন

আমিনুল ইসলাম মারুফ

দারুস সাআদাত

WWW.DARUSSAADAT.COM

ভূমিকা

এবং

ইমানের শাখা ১-৫ পর্যন্ত

ভূমিকা

ইমানের ১ম শাখাঃ মহিমান্বিত আল্লাহর উপর ইমান

ইমানের ২য় শাখাঃ রাসূলদের প্রতি ইমান

ইমানের ৩য় শাখাঃ ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

ইমানের ৪র্থ শাখাঃ কুরআনের উপর ইমান

ইমানের ৫ম শাখাঃ তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে

মুখতাসার শুআবুল ইমান
ভূমিকা এবং ইমানের শাখা ১-৫ পর্যন্ত

মূল
ইমাম বায়হাকী (রহ)

অনুবাদ ও সংকলন
আমিনুল ইসলাম মারুফ

প্রকাশকাল:
জুলাই ২০১৭
শাবান ১৪৩৮

প্রকাশক
দারুস সাআদাত
একটি online প্রকাশনা

ইমেইল

darussaadat@yahoo.com

স্বত্ব:
দারুস সাআদাত কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য
pdf: বিনামূল্যে
মুদ্রিত কপি: মুদ্রণ ব্যয় অনুযায়ী

দারুস সাআদাত

প্রকাশকের কথা

ইমানের শাখা-প্রশাখার উপর রচিত ইমাম বায়হাকী (রহ) কৃত শুআবুল ইমান একটি বিখাত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে হাদীস ও আসারসহ সালফে সালেহীনদের বাণী ও ঘটনাবলীর ব্যাপক সমাহার রয়েছে। গ্রন্থটি বিরাট এবং বাংলায় এর অনুবাদ না থাকায় অনেকের পক্ষেই তা পাঠ করে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না।

এদিকে লক্ষ করে অনুবাদক ও সংকলক এর একটি নাতিদীর্ঘ সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করার কাজে হাত দিয়েছেন। যার মধ্যে প্রতিটি শাখার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ পর্যায়ে ভুমিকা ও ইমানের শাখা ১-৫ পর্যন্ত পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হলো। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে online ভিত্তিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **দারুস সাআদাত।** আশা করি গ্রন্থটি সবার জন্যই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশক

দারুস সাআদাত

اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইমানের সৌন্দর্যে ভূষিত কর এবং সত্যপথগামী নেতা বানাও।

সুনানে নাসাঈ:১৩০৫

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের ভূমিকা ১২

পরিচ্ছেদঃ ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা ১৩

ইমানের শাখা ষাটেরও বেশী ১৪

পরিচ্ছেদঃ এ কথার প্রমাণ যে,
অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকারোক্তিই আসল ইমান ১৩

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদানকারীর জান মাল নিরাপদ ১৪

জান্নাতের সুসংবাদ যার জন্য ১৪

ইমান ঠিক হওয়ার জন্য যবান ঠিক হওয়া ১৫

জাহান্নামের আগুন যাকে ভক্ষণ করবে না ১৫

পরিচ্ছেদঃ এ কথার প্রমাণ যে, আমলসমূহ ইমানের অন্তর্ভূক্ত ১৫

পবিত্রতা ইমানের অংশ ১৬

ইমানের মজবুত কড়া ১৬

যার ইমান পরিপূর্ণ ১৬

ইমান তিনটি বিষয়ের সমষ্টি ১৬

পরিচ্ছেদঃ এ কথার প্রমাণ যে, ইমান ও ইসলাম হলো দীনের একই বস্তু ১৫

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ১৭

ইমান ও ইসলামের পরিচয় ১৮

ইসলাম পূর্ববর্তী গুনাহকে মিটিয়ে দেয় ১৮

পরিচ্ছেদঃ ইমানের কমবেশী হওয়া এবং
ইমানদারদের ইমান একের অপর থেকে বেশী হওয়া ১৯

পূর্ণ মুমিনের পরিচয় ১৯

অসৎকাজে বাধা প্রদান করা ইমানের অংশ ১৯

নারীদের ইমানী দুর্বলতা ২০
বিন্দু পরিমাণ ইমানও কাজে আসবে ২০
উম্মতের ব্যাপারে রাসূলের ভয় ২১
হযরত আবু বকর (রা) এর ইমান ২১
ইমান বৃদ্ধির জন্য মেহনত করা ও কষ্ট সহ্য করা ২১
ইমান আমলের দ্বারা বাড়ে ও কমে ২৩
আমানতের খিয়ানত ইমান নষ্ট করে ২৩
হযরত ইসা (আ) এর ঘটনা ২৪

ইমানের ১ম শাখা

মহিমান্বিত আল্লাহর উপর ইমান

ইমানের সর্বোচ্চ স্তর ২৫
যে ব্যক্তি নাজাত লাভ করবে ২৫
যার শেষ কথা হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ২৫
যে ব্যক্তি কালিমার প্রতি ইমান রাখে ২৬
যারা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে ২৬
আল্লাহর পরিচয় ২৬
আল্লাহর ৯৯ টি নামের পরিচয় যে জেনে নিবে ২৭
উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য ২৮
সফল যে ব্যক্তি ২৮
দেহ ও মনের দৃষ্টান্ত ২৮
মানুষের নিজের মধ্যে আল্লাহর কুদরত ও নিদর্শন ২৯
আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ৩০
তাওহীদের সারকথা ৩১

ইমানের ২য় শাখা

রাসূলদের প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলার বাণী ৩২

আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব ৩৩

আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারীর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম ৩৩

যে ব্যক্তি সত্য দিলে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাক্ষ্য প্রদান করে ৩৪

রাসূলদের সংখ্যা ৩৪

সকল নবী ও রাসূলদের প্রতি দরূদ পাঠ করা ৩৪

নবীদের সংখ্যা ৩৫

দশজন নবী ব্যতীত সমস্ত নবী বনী ইসরাইলদের মধ্য হতে ৩৫

ইমানের ৩য় শাখা

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলার বাণী ৩৭

ফেরেশতারা নূরের তৈরী ৩৭

ইবলিস ছিল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ৩৭

ইবলিস ছিল জান্নাতের তত্তাবধায়ক ৩৮

ইমানদার ইনসান ফেরেশতাদের থেকেও সম্মানিত ৩৮

রাসূলুল্লাহ (সা) ও জিবরাইল (আ) এর মধ্যে কার ইমান বেশী? ৩৯

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ৪ জন ফেরেশতার হাতে ন্যাস্ত ৩৯

আসমানে ফেরেশতাদের ব্যাপ্তি ৩৯

ফেরেশতাদের দিবা-রাত্র তাসবীহ পাঠ করা এবং এর ধরণ ৪০

জিবরাইল ও মিকাইল নামের অর্থ ৪১

ভ্রমণে বা সফরে পথ হারিয়ে ফেললে ৪১

ইমানের ৪র্থ শাখা

কুরআনের উপর ইমান

আল্লাহ তাআলার বাণী ৪২

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বাধিক কার্যকর উপায় ৪২

সবচেয়ে সত্য বাণী আল কুরআন ৪৩

যার অন্তর পবিত্র ৪৩

কুরআন ভাল-মন্দের ফয়সালাকারী ৪৩

কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা ৪৩

কুরআন সংকলন ও সুবিন্যস্তকরনের পটভূমি ৪৪

এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী (রহ) এর উক্তি ৪৫

যে কুরআনের প্রতি ইমান আনে নি ৪৬

আল কুরআন সবচেয়ে উন্নততর কিতাব ৪৭

হয়রান ও পেরেশানগ্রস্ত যারা ৪৭

ইহুদি খৃষ্টান বা বিধর্মীদের নিকট কোন সমস্যার সমাধান না চাওয়া ৪৮

ইমানের ৫ম শাখা

তাকদীরের ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে

আল্লাহ তাআলার বাণী ৪৯

তাকদীরের প্রতি ইমান আনার আবশ্যকতা ৫০

তাকদীরের প্রতি ইমান না আনা পর্যন্ত অন্যান্য আমল কার্যকর হবে না ৫১

আল্লাহ তাআলা সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন ৫২

হযরত আদম ও মূসা (আ) এর বিতর্ক ৫২

তাকদীর নির্ধারিত ৫৩

যার জন্য যে আমল সহজ ৫৪
মাতৃগর্ভে চারটি বিষয় এবং শেষ পরিণতি নির্ধারিত হয় ৫৫
উক্ত হাদীসের ব্যাপারে নবী (সা) কে স্বপ্নে দেখার ঘটনা ৫৬
তাওফীক লাভের আলামত তিনটি ৫৭
সর্ব প্রকার শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ৫৮
তাকদীরের ব্যাপারে আপত্তি না করা এবং আপত্তিকর কিছু না বলা ৫৮
কোন কাজ না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলতেন ৫৯
নবী (সা) কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) কে উপদেশ ৫৯
তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দুআ ৬০
যে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ লাভ করেছে ৬০
তাকদীরে সন্তুষ্ট না হলে ৬০
বড় আবেদ ও পরহেযগার এবং মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার উপায় ৬১
আদম সন্তানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যার মধ্যে আছে ৬১
কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) যে দুআ পড়তেন ৬১
কল্যাণ যেভাবে প্রার্থনা করবে- হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর উপদেশ ৬২
ইস্তিখারা বা কল্যাণ প্রার্থনা ৬২
স্থায়ী সুখ-শান্তি যেখানে পাওয়া যায় ৬৩
ইমানের হাকীকত- তাকদীর কখনো ভুল করে না ৬৪
তাকদীর তাফবীয তাসলিম ও তাওয়াককুল প্রসঙ্গে মাশায়েখদের বাণী ৬৪
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) এর দুআ ৬৬

হযরত ইসা (আ) প্রভাতে যে দুআ করতেন ৬৬

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন জ্ঞান লোপ পায় ৬৭

সর্ব-ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা-

মাহমুদ ইবনে হাসান ওয়াররাক (রহ) এর কবিতা ৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

مقدمة المصنف

গ্রন্থকারের ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ، الْقَدِيمِ، الْمَاجِدِ، الْعَظِيمِ، الْوَاسِعِ، الْعَلِيمِ، الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَعَلَّمَهُ أَفْضَلَ تَعْلِيمٍ، وَكَرَّمَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ أَبْيَنَ تَكْرِيمٍ.

أَحْمَدُهُ، وَأَسْتَعِينُهُ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ الزَّلَلِ، وَأَسْتَهْدِيهِ لِصَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، الرَّسُولِ الْكَرِيمِ الْمُجْتَبَي، مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَيُسَلِّمَ كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

হামদ ও সালাতের পর ইমাম বায়হাকী (রহ) নিবেদন করেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা দাতা। যার প্রশংসা সুমহান, যার নাম অতি পবিত্র। সম্পূর্ণ তার অনুগ্রহ ও দয়ায় তিনি আমাকে এমন সব কিতাবাদি রচনা করার তাওফীক দান করেছেন যা গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সমূহ এবং দীনের মূলনীতি ও শাখা প্রশাখার সমষ্টি। এই মহান কাজের তাওফীক লাভ হওয়ার দরুন আল্লাহর দরবারে জানাই সীমাহীন অসংখ্য শুকরিয়া ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

উক্ত কিতাবাদি সংকলনের পর আমি এমন একটি কিতাব রচনায় আগ্রহী হয়েছি যা দীনের মূলনীতি ও শাখা প্রশাখা সমূহকে একত্রিত করে। আর এসব ব্যাপারে যেসব আয়াত, হাদীস এবং নুসূস (স্পষ্ট ও প্রকাশ্য আহকামসমূহ) রয়েছে তা তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে এবং দীনের মূলনীতি ও শাখা–প্রশাখা সমূহকে উত্তম পদ্ধতিতে কায়েম রাখার পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত হবে। এজন্য যে, এর মধ্যে তারগীব বা নেকাজের উৎসাহ এবং তারহীব বা মন্দ কাজের প্রতি ভীতি প্রদর্শনও রয়েছে।

আমি এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে এবং আমার সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি। শুধুমাত্র তারই সাহায্য যার সাহায্য ব্যতীত না তো কেউ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে আর না কোন নেক কজ করতে পারে। শুধুমাত্র সমুচ্চ সম্মানিত আল্লাহর মেহেরাবানী ব্যতীত।

- সংক্ষেপিত

بَابُ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الَّذِي وَرَدَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

পরিচ্ছেদ

ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা

ইমানের শাখা ষাটেরও বেশী

[১] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ইমানের শাখা ষাটের কিছু বেশি, আর লজ্জা ইমানের একটি শাখা।-[রিওয়ায়াত:১][1]

[২] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ، أَوْ سَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ইমানের ষাট অথবা সত্তরটি শাখা রয়েছে। সবচেয়ে বড় শাখা হলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র” স্বিকৃতী দেওয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ইমানের একটি শাখা।-[[রিওয়ায়াত:২][2]

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন– ষাট অথবা সত্তরের সংখ্যার সন্দেহ সাহিল বিন আবী সালেহ এর রিওয়াত থেকে অনুমিত হয়। যেখানে সুলায়মান বিন বিলালের রিওয়ায়াতে ষাটের কিছু অধিক বলা হয়েছে। তিনি সন্দেহ পোষণ করেননি। আর হাদীসের আহলে ইল্‌মদের নিকট তার রিওয়ায়াত বেশী সহিহ। অবশ্য কতক রাবী সাহিল থেকে সন্দেহমুক্তভাবে তা বর্ণনা করেছেন। (সেই রিওয়ায়াতে আছে) রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন- (ইমানের) সত্তরের বেশী শাখা আছে। সবচেয়ে উত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র স্বীকৃতি দেওয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ইমানের একটি শাখা।

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّصْدِيقَ بِالْقَلْبِ، وَالْإِقْرَارَ بِاللِّسَانِ أَصْلُ الْإِيمَانِ

পরিচ্ছেদঃ এ কথার প্রমাণ যে, অন্তরের সত্যায়ন এবং মুখের স্বীকারোক্তিই আসল ইমান

আল্লাহ তাআলার বাণী-

---

[1] . সহিহ বুখারী, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৯। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৫৭।

[2] . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৫৮। সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, হাদীস:৫৭।

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

বল আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি এবং তার কিতাবের উপর যা আমাদের প্রতি নাযীল হয়েছে আর যা নাযীল হয়েছে ইবরাহিম ইসমাইল ও ইসহাক এর উপর।- সূরা বাকারা:১৩৬

অতএব (উক্ত আয়াত থেকে নির্ধারণ হয় যে) আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন (মুখে) বলে 'আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি।'

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদানকারীর জান মাল নিরাপদ

[৩] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এই স্বীকারোক্তি না করে। যখন তারা এর স্বিকৃতী দিয়ে দিবে, তখন তারা তাদের জান ও মাল এর নিরাপত্তা পেয়ে গেল। বাকী তাদের আমলের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।-[রিওয়ায়াত:৪][3]

জান্নাতের সুসংবাদ যার জন্য

[৪] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

اذْهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ

তুমি যাও, যে ব্যক্তিকে তুমি এমন পাও যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করে আর এই সাক্ষ্যের উপর তার দিল প্রশান্ত হয়। তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর।-[রিওয়ায়াত:৫][4]

[৫] হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল"– এ কথার স্বাক্ষ্য প্রদান করে এবং তা সত্য দিলে প্রদান করে। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-[রিওয়ায়াত:৭][5]

---

3 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৩২। সহিহ বুখারী, কিতাবুয ইমান, হাদীস:২৫।
4 . ইবনে মুনদাহ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৮৮।
5. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৪৩। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আনসার-হযরত মুয়ায (রা), হাদীস:২২০০৩।

ইমান ঠিক হওয়ার জন্য যবান ঠিক হওয়া

[৬] হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ

কোন বান্দার ইমান ঠিক হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার দিল ঠিক না হবে। আর তার দিল ঠিক হবে না ঐ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত তার যবান ঠিক না হবে।- [রিওয়ায়াত:৮][6]

জাহান্নামের আগুন যাকে ভক্ষণ করবে না

[৭] হযরত অবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ، وَاطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তা মুখে স্বীকার করে আর এর দ্বারা তার অন্তর আশ্বস্ত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করবে না।-[রিওয়ায়াত:৯][7]

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّاعَاتِ كُلَّهَا إِيمَانٌ

পরিচ্ছেদঃ এ কথার প্রমাণ যে, আমলসমূহ ইমানের অন্তর্ভূক্ত

আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের পরিচয় প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তার আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়। তখন উহা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন।–সূরা আনফাল:২-৪

---

6 . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে হযরত আনাস (রা), হাদীস: ১৩০৪৮। ইবনে আবিদ দুনইয়া (রহ), আস সুমতু ওয়া আদাবুল লিসান, রিওয়ায়াত:৯।

7 . আল জামিউল কাবীর লিস সুয়ূতী (জমউল জাওয়ামে), হরফে মিম, হাদীস:২১৮৯৫। কানযুল উম্মাল, আল ইমান আল ইসলাম, হাদীস:১৮৯।

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইমানদার তারাই যারা (আয়াতে) আলোচ্য সব আমল নিজের মধ্যে জমা করে নেয়। আর এ থেকে জানা গেল যে, আমলসমূহ ইমানের মধ্য থেকে।

পবিত্রতা ইমানের অংশ

[৮] হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।–[রিওয়ায়াত:১২][৮]

ইমানের মজবুত কড়া

[৯] হযরত মুয়াবিয়া বিন সুয়েদ থেকে বর্ণিত। আমরা নবী কারীম (সা) এর মজলিসে একদা বসা ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি জান, ইমানের মজবুত কড়া কী? লোকেরা জবাব দিল নামায ইমানের মজবুত কড়া। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, নামায তো নিঃসন্দেহে ভাল। কিন্তু তা নয়। সাহাবারা বলল, জিহাদ, জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ বললেন, জিহাদ তো নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু তা নয়। লোকেরা বলল, হজ। রাসূলুল্লাহ (সা)বললেন, নিশ্চয়ই হজ ভাল, তবে তা নয়। লোকেরা বলল, রোযা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, রোযা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা নয়ং। অতঃপর তিনি নিজেই বললেন–

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ لَهُ

ইমানের মজবুত কড়া হলো, তুমি কাউকে ভালবাসবে তো আল্লাহর জন্য এবং অপছন্দ করবে তো আল্লাহর জন্য।-[রিওয়ায়াত:১৩][৯]

যার ইমান পরিপূর্ণ

[১০] হযরত আনাস আল জুহনী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে দিল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে দেয়া থেকে বিরত থাকল, আল্লাহর জন্য কাউকে মহব্বত করল এবং আল্লাহর জন্যই

---

8 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস:২২৩। মুসনাদে আমদ, হাদীস:২২৯০৯।

9 . মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালসী, হযরত বারা ইবনে আজিব (রা), হাদীস:৭৮২। ইবনে আবী শাইবাহ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:১১০।

কাউকে ঘৃণা করল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিবাহ করল, সে তার ইমানকে পূর্ণ করে নিল।-[রিওয়ায়াত:১৫][১০]

ইমান তিনটি বিষয়ের সমষ্টি

[১১] হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقرارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

ইমান হলো অন্তর দিয়ে আল্লাহকে চেনা, মুখ দ্বারা স্বীকারোক্তি করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করার নাম।- [রিওয়ায়াত:১৬][১১]

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِبَارَتَانِ عَنْ دِينٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদঃ এ কথার প্রমাণ যে, ইমান ও ইসলাম হলো দীনের একই বস্তু

আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন হলো ইসলাম।-সূরা অল ইমরান:১৯

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ

বল আমরা আল্লাহর উপর ইমান আনলাম।-সূরা বাকারা:১৩৬

অতএব আমাদের উক্তি সঠিক হলো যে, আল্লাহর উপর ইমান আনাই ইসলাম।

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

[১২] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ – أَظُنُّهُ قَالَ –: وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার ধারণা এটাও বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা, রমজানের রোজা রাখা।-[রিওয়ায়াত:২০][১২]

---

10 . সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস:৪৬৮১। জামে তিরমিযী, কিতাব সিফাতিল জান্নাহ, হাদীস:২৫২১।
11 . তাবরানী আউসাত, ৬ষ্ট খণ্ড, হাদীস:৬২৫৪। কানযুল উম্মাল, আল ইমান আল ইসলাম, হাদীস:২।
12 . সহিহ বুখারী, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৮। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৪৩।

ইমান ও ইসলামের পরিচয়

[১৩] আবু কিলাবাহ ও হাম্মাদ (রহ) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো- ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন-

يُسْلِمُ قَلْبُكَ لِلَّهِ، وَيَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ

তোমার অন্তরকে (নিজেকে) আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দেবে আর তোমার হাত ও যবান থেকে অপর মুসলমানকে নিরাপদে রাখবে।

সে জিজ্ঞাসা করলো- কোন ইসলাম উত্তম? রাসূল্লাহ (সা) বললেন- ইমান।

সে বলল: ইমান কি? তিনি বললেন-

تُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

তুমি আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবের উপর, তার রাসূলদের উপর এবং মৃত্যুর পর পূণরুত্থিত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

সে বলল: কোন ইমান উত্তম। তিনি বললেন- হিজরত।

সে বলল: হিজরত কি? তিনি বললেন- গুনাহ ও খারপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

সে বলল: কোন হিজরত উত্তম? তিনি বললেন- জিহাদ।

সে বলল: জিহাদ কি? তিনি বললেন- তুমি জিহাদ কর অথবা বললেন, কিতাল কর যখন তুমি কাফিরদের সাথে লড়াই কর।- [রিওয়ায়াত:২২][১৩]

ইসলাম পূর্ববর্তী গুনাহকে মিটিয়ে দেয়

[১৪] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

যখন কোন বান্দা মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজের ইসলাম (দীন) ভাল করে নেয়। তখন আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সব ভুল–ত্রুটি মিটিয়ে দেন। তখন তার পূর্ববর্তী সব নেকী (আমলনামায়) লিখে দেন যা সে করেছিল। এরপর বদলা হবে একটি নেকীর জন্য দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত এবং গুনাহর জন্য শুধু একগুণ। তবে আল্লাহ চাইলে তা-ও মিটিয়ে দেবেন।-[রিওয়ায়াত:২৪][১৪]

---

13. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জামে, হাদীস:২০১০৭। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে শামিয়ীন, হাদীস:১৭০৭২।

14. সহিহ বুখারী, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৪১। সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৪৯৯৮। কানযুল উম্মাল, আল ইমান আল ইসলাম, হাদীস:২৬৫।

بَابُ الْقَوْلِ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ، وَتَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي إِيمَانِهِمْ

পরিচ্ছেদঃ ইমানের কমবেশী হওয়া এবং ইমানদারদের ইমান একের অপর থেকে বেশী হওয়া

আল্লাহ তাআলার বানী-

لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

তারা নিজেদের ইমানের সাথে আরো ইমান বাড়িয়ে নেয়।-সূরা আল ফাতহ:৪

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

যখন তার আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন উহা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে।-সূরা আনফাল:২

পূর্ণ মুমিনের পরিচয়

[১৫] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন সে, যার চরিত্র সর্বোত্তম।-[রিওয়ায়াত:২৬][১৫]

[১৬] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ

নিঃসন্দেহে মুমিনদের মধ্যে ইমানের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র বেশী উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।- [রিওয়ায়াত:২৭][১৬]

অসৎকাজে বাধা প্রদান করা ইমানের অংশ

[১৭] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَنْ رَأَى أَمْرًا مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

15 . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস:৪৬৮২।
16 . জামে তিরমিযী, কিতাবুর রিযা', হাদীস:১১২৬। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা), হাদীস:৭৪০২।

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গুনাহর কাজ হতে দেখে, তার উচিত সে তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করবে। যদি হাত দ্বারা প্রতিহত করার শক্তি না রাখে তবে মুখ দ্বারা বাধা দান করবে। আর যদি তারও সামর্থ্য না রাখে তবে সে ঐ মন্দ কাজকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর তা হলো ইমানের সর্বনিম্ন স্তর।-[রিওয়ায়াত:২৮][১৭]

নারীদের ইমানী দুর্বলতা

[১৮] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

হে নারীদের দল! তোমরা সাদকা কর আর বেশী করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশদেরকেই জাহান্নামে দেখেছি।

তখন এক নারী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অপরাধ কি? তিনি বললেন, তোমরা অভিসম্পাত বেশী করে থাক এবং স্বামীর অবাধ্যতা কর। আর আমি দেখি যে তোমরা দীন ও বুঝ-জ্ঞানে দুর্বল হয়েও কিভাবে একজন বুঝমান ব্যক্তির উপর প্রবল হয়ে যাও। ঐ মহীলা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকল আর দীনের দুর্বলতা কি? তিনি বললেন, আকল বা বুঝ-জ্ঞানের দুর্বলতা তো হলো যে, দুজন মহীলার সাক্ষী একজন পুরুষের সমান। আর দীনের দুর্বলতা হলো অনেক অনেক রাত নারীরা (হায়েয অথবা নেফাসের কারণে) নামায পড়তে পারে না। আর অনেক অনেক অনেক দিন তারা রোযা রাখতে পারে না।-[রিওয়ায়াত:২৯][১৮]

বিন্দু পরিমাণ ইমানও কাজে আসবে

[১৯] হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন– আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যাকে চাইবেন তাকে তার অনুগ্রহ দ্বারা প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর বলবেন, দেখ যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ইমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। ফেরেশতারা জাহান্নাম থেকে কয়লা বের করবেন (কেননা) সে পরিপূর্ণভাবে জ্বলে গিয়েছিল। অতঃপর নাহরুল হায়াত বা জীবনের নদী অথবা নাহরুল হায়া বা লজ্জার নদীতে তাকে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর সে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে যে, যেমনভাবে পানির কিনারে বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না, সেগুলো কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায়।-[রিওয়ায়াত:৩০][১৯]

---

17 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৭৮। জামে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, হাদীস:২১৭৩।
18. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:১৩২। জামে তিরমিযী, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২৬১৩।
19 . সহিহ বুখারী, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২২। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৩০৪।

উম্মতের ব্যাপারে রাসূলের ভয়

[২০] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ضَعْفَ الْيَقِينِ

আমি আমার উম্মতের জন্য ইয়াকিনের দুর্বলতা ভিন্ন অপর কিছুর ভয় করি না।[২০]

হযরত আবু বকর (রা) এর ইমান

[২১] হযরত উমর (রা) বলেন–

لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ بِهِمْ

যদি হযরত আবু বকর (রা) এর ইমান সমগ্র পৃথিবীর লোকদের সাথে ওজন করা হয় তবে তার ইমানই সবচেয়ে ভারী হবে। [রিওয়ায়াত:৩৬, শামেলা:৩৫][২১]

ইমান বৃদ্ধির জন্য মেহনত করা ও কষ্ট সহ্য করা

[২২] হযরত উমর (রা) দুই এক সময় তার সাথের দু'একজনের হাত ধরে বলতেন-

تَعَالَوْا نَزْدَادُ إِيمَانًا

এখানে আস। আমরা (আল্লাহকে স্মরণ করে) আমাদের ইমান বাড়িয়ে নেই।-[রিওয়ায়াত:৩৭, শামেলা:৩৬][২২]

[২৩] হযরত আলী (রা) বলেন-

الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ

সবর ইমানের মধ্যে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন মস্তকের মত। যখন সবর চলে যায় তখন ইমানও চলে যায়।-[রিওয়ায়াত:৪০, শামেলা:৪০][২৩]

[২৪] হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন-

الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

ওযু ইমানের অর্ধেক।-

[রিওয়ায়াত:৪১, শামেলা:৩৯][২৪]

---

20. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৪০৯। তাবরানী আউসাত, হাদীস:৮৮৭৯।
21. ইমাম দারাকুতনী, আল ইলাল, মুসনাদে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা), রিওয়ায়াত:২৩৬।
22. ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুল ইমান, রিওয়ায়াত:১০৮। হায়াতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, একাদশ অধ্যায়: সাহাবীদের অদৃশ্যে বিশ্বাস, পৃ:২৫৮।
23. ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুল ইমান, রিওয়ায়াত:১৩০। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, কিতাবুল ইমান ওয়ার রু'ইয়া, হাদীস:৩০৪৩৯।
24. ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুল ইমান, রিওয়ায়াত:১২৩। আস সুন্নাহ লি আবী বকর ইবনু খাল্লাল, হাদীস:১৫৯১।

[২৫] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তার সাথীদের বলেন–

اجْلِسُوا بِنَا نَزْدَدْ إِيمَانًا

আমাদের সাথে বস! আমরা আমাদের ইমানকে বাড়িয়ে নেই। -[রিওয়ায়াত:৪৫, শামেলা:৪৪][২৫]

[২৬] হযরত ইবনে মাসউদ (রা) দুআ করেন–

اللهُمَّ زِدْنِي إِيمَانًاوَيَقِينًا وَعِلْمًا وَفِقْهًا

হে আল্লাহ! তুমি আমার ইমান ইয়াকীন, জ্ঞান ও বোধ শক্তি বাড়িয়ে দাও।-[রিওয়ায়াত :৪৬-৪৭, শামেলা:৪৫-৪৬][২৬]

[২৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ

সবর হলো অর্ধেক ইমান, আর ইয়াকীন বা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হলো হলো পূর্ণ ইমান।-[রিওয়ায়াত:৪৮, শামেলা:৪৭][২৭]

[২৮] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা) তার এক সাথীকে বলল– আস আমরা এক মুহুর্ত মুমিন হই। সাথী বললো, আমরা কি পূর্ব থেকেই মুমিন নই? তিনি বললেন-

بَلَى، وَلَكِنَّا نَذْكُرُ اللهَ فَنَزْدَادُ إِيمَانًا

হ্যাঁ মুমিন তো আছি। তবে আমরা যদি আল্লাহর যিকির করি তবে আমাদের ইমান আরো বৃদ্ধি পাবে।- [রিওয়ায়াত:৫০, শামেলা:৪৯][২৮]

[২৯] হযরত জুনদুব বাখিলী (রা) বলেন-

كُنَّا فِتْيَانًا حَزَاوِرَةً مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا، وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ

আমরা সুঠাম যুবক ছিলাম। নবী (সা) এর খিদমতে থাকতাম। আমরা কুরআন শিক্ষা করার পূর্বে ইমান শিখতাম, তারপর আমরা কুরআন শিখতাম। অতএব আমাদের ইমান বৃদ্ধি

25 . ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুল ইমান, রিওয়ায়াত:১০৪।
26. তাবরানী কাবীর, ৯ম খণ্ড, হাদীস:৮৫৪৯। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, কিতাবুল আদইয়াহ, হাদীস:১৭৪৩৭।
27 . তাবরানী কাবীর, ৯ম খণ্ড, হাদীস:৮৫৪৪। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ:৩৪।
28 . ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুল ইমান, রিওয়ায়াত:১১৬। হায়াতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, একাদশ অধ্যায়: সাহাবীদের অদৃশ্যে বিশ্বাস, পৃ:২৫৮।

পেত। আর আজ তোমরা ইমান শিখার পূর্বে কুরআন শিক্ষা কর।-[রিওয়ায়াত:৫১, শামেলা:৫০][২৯]

ইমান আমলের দ্বারা বাড়ে ও কমে

[৩০] হযরত আবু দারদা (রা) বলেন–

الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ

ইমান বাড়ে এবং কমে।-[রিওয়ায়াত:৫৪, শামেলা:৫৩]

[৩১] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-–

الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ

ইমানের মধ্যে কমবেশী হয়।-[রিওয়ায়াত:৫৫, শামেলা:৫৪][৩০]

[৩২] হযরত উমায়র বিন হাবিব বলেন- ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি কি? তিনি বললেন-

إِذَا ذَكَرْنَا رَبَّنَا وَخَشِينَا فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ

যখন আমরা আমাদের রবকে স্মরণ করি এবং তাকে ভয় করি তা হলো ইমানের বৃদ্ধি। আর যখন আমরা তার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়ি এবং তাকে ভুলে যাই এবং কোন আমল নষ্ট করি তা হলো ইমানের ক্ষতি বা হ্রাস পাওয়া।-[রিওয়ায়াত:৫৬, শামেলা:৫৫][৩১]

আমানতের খিয়ানত ইমান নষ্ট করে

[৩৩] হযরত উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

مَا نَقَصَتْ أَمَانَةُ عَبْدٍ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ مِنْ إِيمَانِهِ

কোন বান্দার আমনত কখনো হ্রাস পায় না তবে তার ইমান হ্রাস পায়।-[রিওয়ায়াত:৫৮, শামেলা:৫৭][৩২]

[অর্থাৎ যখন আমানতের খিয়ানত করা হয় তখন ইমান কমে যায়।]

[৩৪] হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয আদী ইবনে আদী কে লিখেন–

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ حُدُودًا وَشَرَائِعَ، وَفَرَائِضَ مَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ

---

[29]. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, হাদীস:৬১।
[30]. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, হাদীস:৭১। ইমাম আল আজরী (রহ), কিতাবুশ শরিআহ, রিওয়ায়াত:২১৪।
[31]. ইবনে আবী শাইবাহ, কিতাবুল ইমান, রিওয়ায়াত:১০৪। ইমাম আল আজরী (রহ), কিতাবুশ শরিআহ, রিওয়ায়াত:২১৫।
[32]. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস:৩০৩২৩। আল আজরী, কিতাবুশ শারিয়াহ, রিওয়ায়াত:২৪৮।

হামদ ও সালাতের পর। নিঃসন্দেহে ইমানের কিছু সীমানা, রীতিনীতি এবং আহকাম ও ফারায়েয রয়েছে। যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করল, সে তারা ইমানকে পূর্ণ করলো আর যে তা অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিল, সে তার ইমানকে অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিল।-[রিওয়ায়াত:৫৯, শামেলা:৫৮][৩৩]

[৩৫] হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেন–

الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

ইমান কথা ও কাজের দ্বারা বাড়ে এবং কমে।-[রিওয়ায়াত:৬০, শামেলা:৫৯][৩৪]

[৩৬] হযরত মুজাহিদ (রহ) আল্লাহর বানী-

وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

যাতে[৩৫] আমার অন্তর প্রশান্ত হয়।-সূরা বাকারা:২৬০

প্রসঙ্গে বলেন- أَزْدَادُ إِيمَانًا إِلَى إِيمَانِي যাতে আমার ইমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।-[রিওয়ায়াত:৬১, শামেলা:৬০][৩৬]

হযরত ইসা (আ) এর ঘটনা

[৩৭] হযরত আব্দুল্লাহ মুযানী বলেন– হযরত ইসা (আ) তার কোন এক হাওয়ারীকে বলেন–

أَرِنِي يَدَكَ يَا قَصِيرَ الْإِيمَانِ

তোমার হাত আমাকে দেখাও হে ছোট ইমানওয়ালা।

এটা ঐ সময় ছিল। যখন হযরত ঈসা (আ) পানির উপর দিয়ে চলছিলেন, আর এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করল। সে তার পা রাখল আর ডুবে যেতে লাগল। ইসা (আ) তাকে (উদ্ধারের জন্য) বললেন–

هَاتِ يَدَكَ يَا قَصِيرَ الْإِيمَانِ

তোমার হাত এদিকে বাড়াও হে দুর্বল ইমানওয়ালা।-[রিওয়ায়াত:৬২, শামেলা:৬১][৩৭]

---

33 . ইবনে আবী শাইবাহ, কিতাবুল ইমান, রিওয়ায়াত:১৩৫। শরহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইমান, পৃ:৪০।
34 . তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা:২।
35 . মৃত পাখিকে জীবিত করার ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ) এর উক্তি।
36 . তাফসীরে তাবারী, সূরা বাকারা:২৬০।
37 . ইমাম ইবনে আবিদ দুনইয়া (রহ), কিতাবুল ইয়াকীন, রিওয়ায়াত:১১।

الْأَوَّلُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

وهو بَابٌ فِي الْإِيمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ইমানের ১ম শাখা

মহিমান্বিত আল্লাহর উপর ইমান

ইমানের সর্বোচ্চ স্তর

[৩৮] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ইমানের ষাট অথবা সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে, সবচেয়ে বড় শাখা হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং সবচেয়ে নিম্নতম শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ইমানের একটি অংশ।-[রিওয়ায়াত:৮৯, শামেলা:৮৮][৩৮]

শায়খ হালিমী (রহ) বলেন– এই স্বীকৃতি ফরয, যা অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বিকারোক্তির সমষ্টি। অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বিকারোক্তি যদিও এমন আমল যা দুটি ভিন্ন অঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তথাপি আমলের অবস্থা একই রকম। যে বিষয় এর মধ্যে অন্তরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, সেটাই যবানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যে ব্যক্তি নাজাত লাভ করবে

[৩৯] হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَنْ قَبِلَ الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى عَمِّي فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ

যে ব্যক্তি ঐ কালিমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কে কবুল করে নেয়, যা আমি আমার চাচার নিকট পেশ করেছিলাম, তা-ই তার জন্য নাজাত।-[রিওয়ায়াত:৯২, শামেলা::৯১][৩৯]

যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

[৪০] হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

[38] . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৩৫। আদাবুল মুফরাদ, হাদীস:৫৯৮।

[39]. মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিক, হাদীস:৯। মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:১।

যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-[রিওয়ায়াত:৯৪, শামেলা::৯৩][৪০]

যে ব্যক্তি কালিমার প্রতি ইমান রাখে

[৪১] হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَنْ مَاتَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো এই অবস্থায় যে, সে এই বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-[রিওয়ায়াত:৯৫, শামেলা:৯৪][৪১]

যারা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে

[৪২] হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরাশাদ করেন–

لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ، وَلَا فِي نُشُورِهِمْ، وَكَأَنِّي بِأَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَنْفُضُونَ عَنْ رُءُوسِهِمْ يَقُولُونَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

যারা 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলবে তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথাও ভীতিগ্রস্থ হবে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলে উঠছে-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করেছেন। সূরা ফাতির:৩৪- [রিওয়ায়াত:১০০, শামেলা::৯৯][৪২]

আল্লাহর পরিচয়

[৪৩] হযরত আবী ইবনে কাব থেকে বর্ণিত। মুশরিকরা নবী কারীম (সা) কে বলল- يَا مُحَمَّدُ انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ হে মুহাম্মদ! আমাদের নিকট তুমি তোমার রবের বংশ পরিচয় বর্ণনা কর। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযীল করলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ

আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ এক এবং আল্লাহ অদ্বিতীয়।

---

[40]. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানাইয, হাদীস:৩১১৬। আল মুস্তাদরাক হাকীম, দুআ ও যিকির অধ্যায়, হাদীস:১৮৪২।

[41]. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২৬। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আশারা মুবাশশারা, হাদীস:৪৯৮।

[42]. তারীখে বাগদাদ, ১১ খণ্ড, পৃ:৫৪৮। মুখতাসার তারীখে দিমাশক লি ইবনে মানযুর, ১০ম খণ্ড, পৃ:২২০।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সামাদ বা অদ্বিতীয় যে হয়, সে না কাউকে জন্ম দেয় আর না সে কারো থেকে জন্মলাভ করে এবং তার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। কেননা যে-ই জন্মলাভ করে সে মরেও যায়। আর যে মরে যায়, তার স্থানে অপর কেউ আগমন করে। আল্লাহ তাআলা না মৃত্যুবরণ করবে, না তার স্থান কেউ নিতে পারবে। না তার সমকক্ষ কেউ আছে, না তার সাদৃশ্য কেউ আছে। কোন কিছুই তার মত নয়।-[রিওয়ায়াত:১০১, শামেলা:১০০][৪৩]

আল্লাহর ৯৯ টি নামের পরিচয় যে জেনে নিবে

[৪৪] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে একশত থেকে একটি কম। আর আল্লাহ বেজোড় তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪৪] (সে নামগুলো হলো-)

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيظُ، الْمُقِيتُ، الْحَسِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْمُجِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَدُودُ، الْمَجِيدُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، الْمُحْصِي، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَاحِدُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْبَرُّ، التَّوَّابُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفُوُّ، الرَّءُوفُ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الْوَالِي، الْمُتَعَالِي الْمُقْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ، الْمُغْنِي، الرَّافِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ

- [রিওয়ায়াত:১০২, শামেলা:১০১][৪৫]

---

43. জামে তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস:৩৩৬৪। আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস:৩৯৮৭।
44. সহিহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস:৭৩৯২। সহিহ মুসলিম, দুআ অধ্যায়, হাদীস:২৬৭৭।
45. সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবর রাকায়েক-বাবুল আযকার, হাদীস:৮০৮। আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৪১।

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য

ইমাম রায়হাকী (রহ) উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে উস্তাদ আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন ইবরা্হীম ইসফারানীর উক্তি বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি তা (নামগুলোর মহত্ব) জেনে নেবে।

সফল যে ব্যক্তি

[৪৫] হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ أَخْلَصَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقِمْعٌ، وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعِي الْقَلْبُ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ اللهُ قَلْبَهُ وَاعِيًا

ঐ ব্যক্তি সফলকাম যার অন্তরকে আল্লাহ তাআলা ইমানের জন্য খালেস করে নিয়েছেন এবং তার অন্তরকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। তার যবানকে সত্য এবং নফসকে মুতমায়িন বানিয়ে দিয়েছেন। তার স্বভাব চরিত্রকে উত্তম করে দিয়েছেন। তার কানকে হক শ্রবনকারী এবং চোখকে হক দর্শনকারী বানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত কান তো হলো চুঙ্গি (কথাকে ভিতরে নেওয়ার) এবং চোখ হল অন্তরে সংরক্ষিত বিষয়ের পেয়ালা বিশেষ। অতএব সফল হয়ে গেছে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ যার অন্তরকে ইমান এর সংরক্ষক বানিয়ে দিয়েছেন।-[রিওয়ায়াত:১০৮, শামেলা:১০৭][46]

দেহ ও মনের দৃষ্টান্ত

[৪৬] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

الْقَلْبُ مَلِكٌ وَلَهُ جُنُودٌ، فَإِذَا صَلُحَ الْمَلِكُ صَلُحَتْ جُنُودُهُ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ

অন্তর হলো বাদশাহ এবং তার কতক সাহায্যকারী বা সিপাহী রয়েছে। যখন বাদশাহ ঠিক হয়ে যায়, তখন তার সাহায্যকারীও ঠিক হয়ে যায়। আর যখন বাদশাহ খারাপ হয়ে যায় তখন সাহায্যকারীরা খারাপ হয়ে যায়।

وَالْأُذُنَانِ قِمَعٌ কান দুটি হলো (কথা বা সংবাদ ভিতরে নেওয়ার) চুঙ্গি বিশেষ।

وَالْعَيْنَانِ مَسْلَحَةٌ চোখ হলো প্রহরাস্থল।

---

46. মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আনসার, হাদীস:২১৯১৬। কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল ইস্পাহানী, বাবুল আলিফ, হাদীস:১০১।

وَاللِّسَانُ تُرْجُمَانٌ যবান হলো ভাষ্যকার।

وَالْيَدَانِ جَنَاحَانِ দুই হাত হলো পালক (রক্ষাকারী সৈন্য)।

وَالرِّجْلَانِ بَرِيدَانِ দুই পা হলো (বাদশাহ্‌র) ডাক বাহক।

وَالْكَبِدُ رَحْمَةٌ কলিজা হলো দয়া ও রহমত (এর স্থান)।

وَالطِّحَالُ ضَحِكٌ তিল্লী হলো মাঝের (সুরঙ্গ) পথ।

وَالْكُلْيَتَانِ مَكْرٌ দুই গুর্দা হলো (বাদশাহর) গুপ্ত তদবীর এবং

وَالرِّئَةُ نَفَسٌ ফুসফুস হলো হলো শ্বাস ও প্রাণ (রক্ষার উপায়)।

[রিওয়ায়াত:১০৯, শামেলা:১০৮][৪৭]

মানুষের নিজের মধ্যে আল্লাহর কুদরত ও নিদর্শন

[৪৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ার (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহর বাণী-

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে (আল্লাহর নির্দশন রয়েছে) তোমারা কি দেখ না? - সূরা যারিয়াত:২১

হযরত ইবনে যুবায়র (রা) বলেন– নিজেদের মধ্যে নিদর্শন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-

سَبِيلُ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ

পেশাব–পায়াখানার রাস্তা।-

[রিওয়ায়াত:১১১, শামেলা:১১০][৪৮]

[হযরত ইবনে যুবায়র (রা) এই ইরশাদ সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্য সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই বহির্গমন এর রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার উপর জীবনের ভিত্তি। যদি তা খারাপ হয়ে যায় তবে জীবন সংকটাপন্ন হয়ে যাবে। তাই শরীয়ত প্রণেতা (আ) প্রস্রাব পায়খানা থেকে ফারেগ হওয়ার পর এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করেছেন এবং আমাকে সুস্থ ও নিরাপদ করেছেন। (মিশকাত:৩৭৪)]

---

47. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জামে হাদীস:২০৩৭৫। তিব্বুন নবী লি আবী নুআইম আল ইস্পাহানী (রহ), হাদীস:৯৪।

48. তাফসীর তাবারী, তাফসীর দুররে মানসূর, সূরা যারিয়াত:১১১।

[৪৮] হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বর্ধিত করেন। -সূরা ফাতির:১

[৪৯] ইবনে শিহাব বলেন– এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- حُسْنِ الصَّوْتِ বা সুন্দর গঠন।-[রিওয়ায়াত:১১৫, শামেলা:১১৪][৪৯]

[৫০] হযরত কাতাদাহ (রহ) উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন-

الْمَلَاحَةُ فِي الْعَيْنَيْنِ

এর দ্বারা চোখের সৌন্দর্য উদ্দেশ্য।-

[রিওয়ায়াত:১১৬, শামেলা:১১৫][৫০]

আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা

[৫১] হযরত আবু দারদা (রা) বলেন-

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ

এক মুহূর্ত (আল্লাহর কুদরত নিয়ে) চিন্তা ভাবনা করা রাতভর ইবাদত করা থেকে উত্তম।-[রিওয়ায়াত:১১৮, শামেলা:১১৭][৫১]

[৫২] হযরত উম্মু দারদা (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হযরত আবু দারদা (রা) এর উত্তম আমল সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কি ছিল। তিনি বললেন তার সর্বোত্তম আমল ছিল التَّفَكُّرُ 'তাফাক্কুর' অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের উপর চিন্তা করা।-[রিওয়ায়াত:১১৯, শামেলা:১১৮][৫২]

[৫৩] হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللهِ – يَعْنِي عَظَمَتَهُ – وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللهِ

আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো অর্থাৎ তার মহত্ত্বের ব্যাপারে। তবে আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করো না।-[রিওয়ায়াত:১২০, শামেলা:১১৯][৫৩]

---

49 . তাফসীর দুররে মানসূর, তাফসীর কুরতুবী, সূরা ফাতির:১। তাফসীর ইবনে আবী হাতিম, রিওয়ায়াত:১৭৯২১।

50 . তাফসীর দুররে মানসূর, তাফসীর কুরতুবী, সূরা ফাতির:১।

51 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ:২০৯। আল আযমাহ লি আবী শায়খ আল ইস্পাহানী, হাদীস:৪২।

52 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ:২০৮। আল আযমাহ লি আবী শায়খ আল ইস্পাহানী, হাদীস:৪৬।

53 . মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২৬০। আল আযমাহ লি আবী শায়খ আল ইস্পাহানী, হাদীস:১।

তাওহীদের সারকথা

[৫৪] হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়াজ বলেন-

جُمْلَةُ التَّوْحِيدِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنْ لَا تَتَصَوَّرَ فِي وَهْمِكَ شَيْئًا إِلَّا وَاعْتَقَدْتَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَالِكُهُ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ

সম্পূর্ণ তাওহীদ বা একত্ববাদ একটি বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর তা হলো তোমার চিন্তা ও কল্পনায় যে জিনিসের প্রতিচ্ছবি আসে তার ব্যাপারে তুমি এই আকীদা রাখ যে, প্রত্যেক বিশ্বাসগত দিক থেকে তার মালিক আল্লাহ তাআলা।-[রিওয়ায়াত:১২১, শামেলা:১২০]

الثَّانِي مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

وَهُوَ بَابٌ فِي الْإِيمَانِ بِرُسُلِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ

ইমানের ২য় শাখা

রাসূলদের প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলার বাণী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ইমান আন আল্লাহর উপর এবং তার সমস্ত রাসুলদের উপর।-সূরা হাদীদ:৭

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলদের উপর ইমান আনার নির্দেশটি তার উপর ইমান আনার নির্দেশের পরেই বর্ণনা করেছেন।

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

সকল মুমিন ইমান এনেছে আল্লাহর উপর। তারা সবাই ইমান এনেছে আল্লাহর উপর তার ফেরেশতাদের উপর তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসূলদের উপর। (আর তারা বলে) আমরা তার রাসূলদের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না।-সূরা বাকারা:২৮৫

অপর স্থানে ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ

আর যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। আল্লাহ তাদেরকেই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন।-সূরা নিসা:১৫২

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভাল পরিণাম ও ভাল ঠিকানা তাদের জন্য হবে, যে ইমান আনার মধ্যে আল্লাহর রাসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না এবং সমস্ত রাসুলদের প্রতি ইমান আনে।

আমরা বর্ণনা করেছি হযরত ইবনে উমর (রা) রিওয়ায়েতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে। নবী করীম (সা) কে যখন ইমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বললেন-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

তুমি ইমান আন আল্লাহর উপর এবং তার ফেরেশতাদের উপর তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসুলদের উপর, আখেরাতের দিনের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে- এ কথার উপর।

আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব

[৫৫] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى ربهم عَزَّ وَجَلَّ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি জিহাদ করতে থাকব যে পর্যন্ত না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র সাক্ষ্য প্রদান করে এবং আমার প্রতি ইমান আনে, আর আমি যা এনেছি (কুরআন) তার প্রতি ইমান আনে। যখন তারা তা করে নেবে তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা পেয়ে গেল তাদের অধিকারের সাথে। বাকী তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।-[রিওয়ায়াত:১২৫, শামেলা:১২৪][54]

আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারীর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম

[৫৬] হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন। একবার হযরত মুয়ায (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর পিছনে সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে মুয়ায! তিনি বললেন, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন-

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

যে বান্দাই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

হযরত মুয়ায (রা) বললেন, আমি কি লোকদেরকে তা অবহিত করব না, যেন তারা খুশি হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তবে লোকেরা (আমল ছেড়ে দিয়ে) এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে। হযরত মুয়ায (রা) এই হাদীস তার মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেন যেন ইল্‌ম গোপন করার অপরাধে অপরাধী না হন।-[রিওয়ায়াত:১২৬, শামেলা::১২৫][55]

---

54 .সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২১। সুনানে দারাকুতনী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস:১৮৮৬।
55 .সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৩২। সহিহ বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম হাদীস:১২৮।

যে ব্যক্তি সত্য দিলে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাক্ষ্য প্রদান করে

[৫৭] হযরত মুয়াজ ইবনে যাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি সত্য দিলে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসুল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-[রিওয়ায়াত:১২৭, শামেলা::১২৬][৫৬]

রাসূলদের সংখ্যা

হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম-

يَا رَسُولَ اللهِ كَمِ الْمُرْسَلُونَ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল কতজন?

তিনি বললেন-

ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا

তিনশত দশজনের বেশী, বড় জামাত ছিল।

আমি বললাম, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ, আদম (আ) নবী ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তার সাথে কথা বলেছেন।-[রিওয়ায়াত:১৩০, শামেলা::১২৯][৫৭]

সকল নবী ও রাসূলদের প্রতি দরূদ পাঠ করা

[৫৮] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي

তোমরা আল্লাহর সকল নবী ও রাসূলদের প্রদি দরূদ প্রেরণ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও এভাবে প্রেরণ করেছেন যেভাবে আমাকে প্রেরণ করেছেন।-[রিওয়ায়াত:১৩১, শামেলা:১৩০][৫৮]

---

56 . ইবনে মুনদাহ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৯৪। জামিউল আহাদীস লিস সুয়ূতী, হরফে মীম, হাদীস:২২৫৬৫।
57 .মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আনসার, হাদীস:২১৫৪৬। মুসনাদে হারিস, কিতাবুল ইলম, হাদীস:৫৩।
58 .মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুস সালাত, হাদীস:৩১১৮। মুসনাদ আল বাযযার, হাদীস:৯৪১২।

নবীদের সংখ্যা

[৫৯] হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা) নবী কতজন ছিলেন? তিনি বললেন-

مِائَةُ أَلْفِ نَبِيٍّ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ

১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী ছিলেন।

আমি বললাম তার মধ্যে রাসূল কতজন ছিলেন? তিনি বললেন-৩১৩ জন।-[রিওয়ায়াত:১৩১, শামেলা:১৩১][৫৯]

দশজন নবী ব্যতীত সমস্ত নবী বনী ইসরাইলদের মধ্য হতে

[৬০] আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

বর্ণনা কর এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইবরাহিমের কথা। তিনি ছিলেন মহান সত্যবাদী নবী।-সূরা মারিয়াম-৪১

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন-

كَانَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا عَشَرَةً

সমস্ত আম্বিয়া কিরাম বনী ইসরাইলদের মধ্য হতে ছিল, তবে দশজন জন ব্যতীত।

তারা হল-

১. نُوحٌ হযরত নূহ (আ)।

২. صَالِحٌ হযরত সালেহ (আ)।

৩. هُودٌ হযরত হুদ (আ)।

৪. لُوطٌ হযরত লুত (আ)।

৫. شُعَيْبٌ হযরত শোয়াইব (আ)।

৬. إِبْرَاهِيمُ হযরত ইবরাহীম (আ)।

৭. إِسْمَاعِيلُ হযরত ইসমাইল (আ)।

---

59 . বায়হাকী-আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুস সিয়ার, হাদীস:১৭৭১১।

৮. إِسْحَاقُ হযরত ইসহাক (আ)।

৯. يَعْقُوبُ হযরত ইয়াকুব (আ) এবং

১০. وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হযরত মুহাম্মদ (সা)।

আর আম্বিয়াদের মধ্যে ২ জন এমন ছিল যাদের দুটি নাম ছিল। হযরত ইসা (আ) এর নাম ছিল মসীহ। আর ইয়াকুব (আ) এর নাম ছিল ইসরাইল।- [রিওয়ায়াত:১৩৩, শামেলা::১৩২][৬০]

60 . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস:৩৪১৫। তাবরানী কাবীর, হাদীস:১১৭২৩।

الثَّالِثُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

وَهُوَ بَابٌ فِي الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ

ইমানের ৩য় শাখা

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলার বাণী

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

রাসূল ইমান এনেছেন ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর যা তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার উপর নাযীল হয়েছে এবং মুমিনরাও। সবাই ইমান এনেছে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসূলদের উপর। -সূরা বাকারা ২৮৫

আমরা বর্ণনা করেছি হযরত ইবনে উমর থেকে তিনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে। নবী করীম (সা) কে যখন ইমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বললেন-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

ইমান হচ্ছে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসুলগণের উপর তোমার ইমান আনয়ন করা।

ফেরেশতারা নূরের তৈরী

[৬১] হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) ইরাশাদ করেন-

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। জীনদেরকে আগুন দ্বারা আর আদমকে ঐ জিনিস দ্বারা যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে অর্থাৎ মাটি দ্বারা। –[রিওয়ায়াত:১৪৩, শামেলা::১৪১][৬১]

ইবলিস ছিল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত

[৬২] হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

61 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ, হাদীস:২৯৯৬। আল ফাতহুর রব্বানী ফি তারতীবি মুসনাদে আহমদ, কিতাব খালকুল আ'লম, হাদীস:১০২৫৭।

كَانَ اسْمُ إِبْلِيسَ عَزَازِيلَ، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَوِي الْأَرْبَعَةِ الْأَجْنِحَةِ، ثُمَّ أَبْلَسَ بَعْدُ

ইবলিসের নাম ছিল আযাযিল। আর সে চার ডানাওয়ালা সম্মানিত ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল। অতঃপর সে নাফরমান হয়ে গেছে। –[রিওয়ায়াত:১৪৬, শামেলা:১৪৪][৬২]

ইবলিস ছিল জান্নাতের তত্তাবধায়ক

[৬৩] হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

كَانَ إِبْلِيسُ مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ، وَكَانَ يُدَبِّرُ أَمْرَ السَمَاءِ الدُّنْيَا

ইবলিস ছিল জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে দুনিয়ার আকাশের ব্যবস্থাপনা করত।–[রিওয়ায়াত:১৪৭, শামেলা:১৪৫][৬৩]

ইমানদার ইনসান ফেরেশতাদের থেকেও সম্মানিত

[৬৪] হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন-

الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

ইমানদার ইনসান আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের থেকেও বেশি সম্মানিত। –[রিওয়ায়াত:১৫২, শামেলা:১৫০][৬৪]

[৬৫] হযরত বিশর ইবনে শিগাফ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন- হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন-

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنِ ابْنِ آدَمَ

কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার নিকট বনী আদম থেকে বেশি সম্মানিত নয়।

আমি বললাম, ফেরেশতাও নয়? তিনি বললেন-

أُولَئِكَ بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أُولَئِكَ مَجْبُورُونَ

তারা তো চাঁদ ও সূর্যের মতো (অনুগত), তারা সম্পূর্ণ অক্ষম।–[রিওয়ায়াত:১৫৩, শামেলা:১৫২]

[অর্থাৎ তারা শুধু আল্লাহর হুকুমের অনুগত।]

---

62 . তাফসীর দুররে মানসূর, তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীর কুরতুবী, সূরা বাকারা:৩৪। তাফসীর ইবনে আবী হাতিম, রিওয়ায়াত:৩৬১।

63 . তাফসীর দুররে মানসূর, তাফসীরে তাবারী, সূরা বাকারা:৩৪।

64 . মিশকাত, কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামাহ, হাদীস:৫৭৩৩। সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, হাদীস:৩৯৪৭।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও জিবরাইল (আ) এর মধ্যে কার ইমান বেশী?

[৬৬] হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

لَمَّا أُسْرِيَ بِي كُنْتُ أَنَا فِي شَجَرَةٍ وَجِبْرِيلُ فِي شَجَرَةٍ فَغَشِيَنَا مِنْ أَمْرِ اللهِ بَعْضُ مَا غَشِيَنَا فَخَرَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَثَبَتُّ عَلَى أَمْرِي فَعَرَفْتُ فَضْلَ إِيمَانِ جِبْرِيلَ عَلَى إِيمَانِي

যখন আমাকে মি'রাজ করানো হল তখন আমি এক বৃক্ষে ছিলাম। জিবরাইল (আ) অপর বৃক্ষে ছিলেন। এরপর আমাকে আড়াল করা হলো আল্লাহর নির্দেশে যা আড়াল করার ছিল। ঐ সময় জিবরাইল (আ) পড়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। কিন্তু আমি নিজের অবস্থার উপর দৃঢ় ছিলাম। আর (এর দ্বারা) আমি জিবরাইল (আ) এর ইমানের উপর নিজের ইমানের মর্যাদা বুঝতে পারলাম। –[রিওয়ায়াত:১৫৫, শামেলা::১৫৪]

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ৪ জন ফেরেশতার হাতে ন্যাস্ত

[৬৭] হযরত আব্দুর রহমান বিন সাবিত বলেন-

يُدَبِّرُ أَمْرَ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: جِبْرِيلُ، وَمِيكَائِيلُ، وَمَلَكُ الْمَوْتِ، وَإِسْرَافِيلُ

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ৪ জনের হাতে ন্যাস্ত। জিবরাইল, মিকাইল, মালাকুল মাউত (আযরাইল) এবং ইসরাফিল (আ) এর উপর।

فَأَمَّا جِبْرِيلُ: فَوُكِّلَ بِالرِّيَاحِ وَالْجُنُودِ

জিবরাইল (আ) নিয়োজিত আছেন বায়ু ও সৈন্যের উপর।

وَأَمَّا مِيكَائِيلُ: فَوُكِّلَ بِالْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ

মিকাইল (আ) মেঘ ও উদ্ভিদের দায়িত্বে।

وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ: فَوُكِّلَ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ

মালাকুল মাউত আযরাইল (আ) জান কবজের উপর এবং

وَأَمَّا إِسْرَافِيلُ: فَهُوَ يَنْزِلُ بِالْأَمْرِ عَلَيْهِمْ

ইসরাফিল (আ) লোকদের উপর আল্লাহর আযাবের নির্দেশ অবতীর্ণ করেন। -[রিওয়ায়াত:১৫৮, শামেলা::১৫৬]

আসমানে ফেরেশতাদের ব্যাপ্তি

[৬৮] হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন-

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ لَسَمَاءً مَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهَا جَبْهَةُ مَلَكٍ أَوْ قَدَمَاهُ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে একটি আকাশ এমন রয়েছে, যার মধ্যে এক বিঘত পরিমাণ স্থান এমন নেই যেখানে একজন ফেরেশতার ললাট অথবা পা নেই।

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন-

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তার (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণাকারী।- সূরা সাফফাত:১৬৫-১৬৬ – [রিওয়ায়াত:৫৯, শামেলা:১৫৭][65]

ফেরেশতাদের দিবা-রাত্র তাসবীহ পাঠ করা এবং এর ধরণ

[৬৯] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত কা'ব (রা) কে নিম্নের বাণী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলো (যে তার ধরণ কেমন?)-

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

তারা দিবারাত্র আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না। -সূরা আম্বিয়া:২০

وَلَا يَسْأَمُونَ

এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না।- সূরা ফুসসিলাত:৩৮

তিনি বললেন, তোমার চোখের পলক কি তোমাকে কষ্ট দেয়? সে বলল, না। তিনি আবার বললেন, তোমার নফ্স (মনের চিন্তা-কল্পনা) কি তোমাকে ক্লান্ত করে? সে বলল, না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তাদের তাসবীহ পাঠ ইলহাম করা হয়েছে যেমন তোমাদের নফস ও চোখের পলককে ইলহাম (সচলের জন্য অনুপ্রাণিত) করা হয়েছে।- [রিওয়ায়াত:১৬০, শামেলা:১৫৮]

[৭০] আল্লাহ তাআলার বাণী-

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

তারা দিবারাত্র আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না। -সূরা আম্বিয়া:২০

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস ইবনে নাওফল (রহ) হযরত কা'বকে উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন- ফেরেশতাদের কি তাদের চলাফেরা, আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যাওয়া, আমল করা ইত্যাদি তাসবীহ পাঠ করতে বিরত রাখে না?

তিনি প্রশ্ন শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কে? কেউ বলল, বনী আব্দুল মুত্তালিবের (বংশের) ছেলে। তিনি তখন আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে বুকে

---

65 . তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা সাফফাত:১৬৫।

জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাতিজা! ফেরেশতাদের এই তাসবীহ পাঠ ঠিক আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণের মতো। দেখ! চলতে ফিরতে কথা বলতে সব সময় আমাদের নিঃশ্বাস আসা-যাওয়া করে থাকে। অনুরূপভাবে ফেরেশতাদের তাসবিহ পাঠও অনবরত চলতে থাকে। [রিওয়ায়াত:১৬১, শামেলা:১৫৯][৬৬]

জিবরাইল ও মিকাইল নামের অর্থ

[৭১] হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

إِنَّمَا قَوْلُهُ: جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، كَقَوْلِهِ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

জিবরাইল ও মিকাইল নাম (এর অর্থ) এমন যেমন আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা ও রহমানের বান্দা।- [রিওয়ায়াত:১৬৫, শামেলা:১৬৩][৬৭]

ভ্রমণে বা সফরে পথ হারিয়ে ফেললে

[৭২] হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سِوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرَجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ يَرْحَمْكُمُ اللهُ تَعَالَى

রক্ষক ফেরেশতা ছাড়াও যমীনে আল্লাহ পাকের এমন কিছু ফেরেশতা আছেন যারা বৃক্ষের পাতা ঝড়াকেও লিখে থাকেন। সুতরাং তোমরা যদি কোন এলাকাতে রাস্তা ভুলে যাও এবং এই অবস্থায় কোন সাহায্যকারী পাওয়া না যায় তখন সে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে-

أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ يَرْحَمْكُمُ اللهُ تَعَالَى

হে আল্লাহর বান্দারা আমাকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে দয়া করবেন।-[রিওয়ায়াত:১৬৭, শামেলা:১৬৫][৬৮]

66 . তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীর দুররে মানসূর, সূরা আম্বিয়া:২০।
67 . তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা:৯৭।
68 . মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুদ দুআ, হাদীস:২৯৭২১। মুসনাদ আল বাযযার, হাদীস:৪৯২২।

الرَابِعُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

وَهُوَ بَابٌ فِي الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ

الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَائِرِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ইমানের ৪র্থ শাখা

কুরআনের উপর ইমান

যা আমাদের নবী (সা) এর অবতীর্ণ হয়েছে এবং

ঐ সমস্ত কিতাবের উপর ইমান যা পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে

আল্লাহ তাআলার বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

হে মুমিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের (কুরআনের) প্রতি যা তিনি তার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ (সকল পূর্ববর্তী) কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ করেছিলেন। -সূরা নিসা ১৩৬

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

সকল মুমিন ইমান এনেছে আল্লাহর উপর। তারা সবাই ইমান এনেছে আল্লাহর উপর তার ফেরেশতাদের উপর তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসূলদের উপর। -সূরা বাকারা:২৮৫

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

আর যারা ইমান আনয়ন করে তার উপর যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনার পূর্বে। -সূরা বাকারা:৪

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বাধিক কার্যকর উপায়

[৭৩] হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা) বলেন-

تَقَرَّبْ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ

তুমি তোমার সাধ্যনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য লাভে তৎপর হও। আর জেনে রাখ যে, তুমি আল্লাহর প্রিয় কালাম ব্যতীত অপর কোন কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অধিক লাভ করতে পারবে না।–[রিওয়ায়াত:১৬৮, শামেলা:১৬৬][৬৯]

সবচেয়ে সত্য বাণী আল কুরআন

[৭৪] হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন-

أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

সবচেয়ে সত্য বাণী হলো মহিমান্বিত আল্লাহর কালাম।-[রিওয়ায়াত:১৬৮, শামেলা:১৬৬][৭০]

যার অন্তর পবিত্র

[৭৫] হযরত উসমান (রা) বলেন-

لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهُرَتْ لَمَا شَبِعْنَا مِنْ كَلَامِ ربنا

যদি আমাদের অন্তর পবিত্র হতো তবে আমরা আল্লাহর কালাম দ্বারা তৃপ্ত হতাম না।-[রিওয়ায়াত:১৬৮, শামেলা:১৬৬]

কুরআন ভাল-মন্দের ফয়সালাকারী

[৭৬] হযরত আলী (রা) বলেন-

مَا حَكَّمْتُ مَخْلُوقًا إِنَّمَا حَكَّمْتُ الْقُرْآنَ

আমি কোন মাখলুককে বিচারক বানাইনি। বরং আমি তো কুরআনকে বিচারক বানিয়েছি।–[রিওয়ায়াত:১৬৮, শামেলা:১৬৬][৭১]

কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা

[৭৭] হযরত সামে বিন উয়াইনাহ বলেন, আমি সত্তর বছর ধরে আমাদের মাশায়েখদের এমন পেয়েছি যাদের মধ্যে আমর ইবনে দিনারও ছিলেন। তারা সবাই বলেছেন-

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ

কুরআন আল্লাহর কালাম– মাখলুক নয়।-[রিওয়ায়াত:১৬৯, শামেলা:১৬৭][৭২]

---

[69] . কিতাব খালকু আফআলুল ইবাদ লিল বুখারী, রিওয়ায়াত:৯৩। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন, হাদীস:৩০০৯৮।

[70] . কিতাব খালকু আফআলুল ইবাদ লিল বুখারী, রিওয়ায়াত:৯৯। কিতাব আল আসমা ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকী, হাদীস:৫১৫।

[71] . শরহুস সুন্নাহ লিল লালাকায়ী, রিওয়ায়াত:৩৭২। কিতাব আল আসমা ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকী, হাদীস:৫২৫।

[72] . কিতাব খালকু আফআলুল ইবাদ লিল বুখারী, রিওয়ায়াত:১। যিকরু আখবারে ইস্পাহান লি আবু নুআইম, ২য় খণ্ড, পৃ:৪১৪।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, আমর ইবনে দীনার (রহ) এর মাশায়েখরা সাহাবীদের এক জামাত যার মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমর (রা), জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা), ইবনে জুবায়ের (রা) এবং আকাবের তাবিয়ীনরা ছিলেন।

কুরআন সংকলন ও সুবিন্যস্তকরনের পটভূমি

[৭৮] হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হবার পর আবু বকর সিদ্দিক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় হযরত উমর (রা) তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। (আমাকে) হযরত আবু বকর (রা) বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে (কুরআনের হাফেয) কারীদের সাথে অনেক কঠোরতা হয়েছে (কেননা এই যুদ্ধে ৭০ জন হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছে)। আমি আশঙ্কা করছি, এমনিভাবে যদি যুদ্ধে (কুরআনের হাফেয) কারীগণ শহীদ হয়ে যান তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি উমর (রা) কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসূল (সা) নিজে করেন নি, সে কাজ তুমি কিভাবে করবে?

উমর (রা) এর জবাবে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একট উত্তম কাজ। উমর (রা) এ কথাটি আমার কাছে বারবার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত (شرح صدر) করে দিলেন এবং এ বিষয়ে উমর যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম।

যায়দ (রা) বলেন, আবু বকর সিদ্দিক (রা) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। অধিকন্তু তুমি রাসূল (সা) এর ওহী লিখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন শরীফের অংশগুলোকে অনুসন্ধান করে একত্রিত কর। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চাইতে কঠিন বলে মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল (সা) করেন নি, সে কাজ আপনারা কিভাবে করবেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবু বকর (রা) আমার কাছে বারবার বলতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আমার বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিলেন সে কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর ও উমর (রা) এর বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন।

এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং তা কাগজের টুকরা খেজুরপাতা, [বুখারীর রিওয়ায়াতে পাথরখণ্ড], এবং মানুষের বক্ষ থেকে তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষাংশ আবু খুযায়মা (রা) এর নিকট পেলাম। আবুল ওয়ালিদ এর রিওয়ায়াতে আছে- খুযায়মা অথবা আবু খুযায়মা আনসারীর নিকট তা পেলাম। এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি পাইনি। তা হলো-

{ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ } خَاتِمَةُ سُورَةِ بَرَاءَةَ

{তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল।}আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তার মুত্যুর পর তা উমর (রা) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর তা উমর (রা) এর কন্যা হাফসা (রা) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। [রিওয়ায়াত:১৭১, শামেলা:১৬৯][৭৩]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী (রহ) এর উক্তি

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- কুরআন সংকলন ও সুবিন্যস্তকরণ নবী (সা) এর যুগেই হয়েছিল। আমরা বর্ণনা করেছি হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) থেকে, তিনি বলেন-

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট কুরআনের (কাগজ, পাতা বা পাথরে লিখিত) টুকরা জমা করতাম এবং সুবিন্যস্ত করতাম।

অতএব কুরআন সংকলণ ও সুবিন্যস্তকরণ নবী (সা) এর ইঙ্গিতেই ছিল এবং পরবর্তীতে কাগজ ও পাথরের টুকরা এবং সিনার মধ্যে তা সংরক্ষিত হয়। এসব বিষয় হযরত আবু বকর, উমর এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের ইশারাতেই সহীফাতে জমা করা হয়। এসব সহীফা 'মাসহাফ' আকারে জমা করেন হযরত উসমান (রা) নবী (সা) এর নিশান মোতাবেক।

---

[73]. সহিহ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন, হাদীস:৪৯৬৮। জামে তিরমিযী, কিতাব তাফসীরুল কুরআন, হাদীস:৩১০৩।

আমরা বর্ণনা করেছি সুয়েদ বিন গাফলাহ থেকে তিনি আলী (রা) থেকে। হযরত আলী (রা) বলেন-

يَرْحَمُ اللهُ عُثْمَانَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَصَنَعْتُ فِي الْمَصَاحِفِ مَا صَنَعَ عُثْمَانُ

আল্লাহ তাআলা হযরত উসমান (রা) এর প্রতি রহম করুন। যদি তার স্থলে আমি হতাম তবে আমিও (কুরআনের) মাসহাফে তাই করতাম যা তিনি করেছেন।

এ বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি ‘কিতাবুল মাদখাল’ এবং ‘দালাইলুন নুবুওয়াতের’ শেষে– যা এই ইজমাকে শক্তিশালী করে এবং এর বিশুদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করে। আমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি এজন্য যে, আল্লাহর বান্দাগণ (সাহাবীগণ) আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণ করেছেন এবং তারা সকল উম্মতকে স্পষ্ট পথের উপর রেখে গিয়েছেন। আর (আল্লাহ) আমাদেরকে সুন্নতের অনুসরন এবং বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক প্রদান করেছেন।

যে কুরআনের প্রতি ইমান আনে নি

[৭৯] হযরত সুহায়ব রূমী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরাশাদ করেন-

مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ

যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকৃত বিষয়কে হালাল মনে করে সে কুরআনের প্রতি ইমান আনেনি।–[রিওয়ায়াত:১৭৪, শামেলা:১৭১][৭৪]

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- সকল কিতাবের সাথে কুরআনের উপর ইমান আনয়ন করা এমন যেমন সকল রাসূলদের সাথে মুহাম্মদ (সা) এর উপর ইমান আনয়ন করা। আল্লাহর কালামের ব্যাপারে আমাদের উপর যে বিষয়টির পরিচিতি আবশ্যক তা হলো এই যে, আমরা এই বিষয়টি অনুধাবন করি ও জ্ঞাত হই যে, আল্লাহর কালাম হলো তার সিফাত বা গুণ যা তার সত্তাগত গুণের মধ্যে তারই সাথে কায়েম রয়েছে। আর তার কালাম পঠিতব্য মূলত আমাদের পঠনের সাথে। সংরক্ষিত আমাদের অন্তরে। লিখিত আমাদের মাসহাফে। এর মধ্যে (আল্লাহর কালাম ব্যতীত অপর) কোন কিছু প্রবিষ্ট হয়নি।

74 . জামে তিরমিযী, ফাযায়িলুল কুরআন, হাদীস:২৯১৮। মিশকাত, ফাযায়িলুল কুরআন, হাদীস:২২০৩।

আল কুরআন সবচেয়ে উন্নততর কিতাব

[৮০] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হে মুসলিম সমাজ!) কি করে তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট (দীনের) কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্লাহ তার নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা (অন্য সব কিতাব থেকে) উন্নততর তথ্য সম্বলিত, যা তোমরা নিজেরা অধ্যয়ন কর। যার মধ্যে দুর্বলতার লেশমাত্র নেই। তদুপরি আল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইহুদি-খৃষ্টানরা তাদের গ্রন্থ পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করে দিয়েছে। তারা তা নিজের হাতে লিখে বলত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে– এর মাধ্যমে সামান্য কিছু উপার্জনের জন্য। তোমাদের প্রদত্ত ইলম (কুরআন) কি তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করতে বাঁধা প্রদান করে না? আল্লাহর কসম! আমি তাদের মধ্য থেকে এমন কাউকে কখনো দেখিনি যে, তোমাদের উপর নাযিলকৃত কিতাবের বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে।-[রিওয়ায়াত:১৭৫, শামেলা:১৭৩][৭৫]

হয়রান ও পেরেশানগ্রস্ত যারা

[৮১] হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা) হুযুর (সা) এর নিকট আসেন এবং আরয করেন, আমরা ইহুদিদের থেকে কথাবার্তা (ওয়াজ নসিহত) শুনি যা আমাদের ভালো লাগে। আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন যে, এসব কথার মধ্যে যা ভাল তা আমরা লিখে নিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন-

أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي

তোমার এমন উদ্বিগ্ন ও পেরেশান কেন, যেমন ইহুদীরা উদ্বিগ্ন ও পেরেশান ছিল? অথচ আমি তোমাদের নিকট শুদ্ধ পরিশুদ্ধ উজ্জ্বল দীন নিয়ে উপস্থিত। (জেনে রাখ!) যদি মুসা (আ) জীবিত থাকতেন তথাপি তার আমার অনুসরণ করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর ছিল না। -[রিওয়ায়াত:১৭৬, শামেলা:১৭৪][৭৬]

[৮২] হযরত ইবনে আউন বলেন, আমি হযরত হাসান কে জিজ্ঞাসা করলাম- مُتَهَوِّكُونَ উদ্বিগ্নতার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন- مُتَحَيِّرُونَ হয়রান পেরেশানগ্রস্ত হওয়া।-[রিওয়ায়াত:১৭৮, শামেলা:১৭৫]

---

75 . সহিহ বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম, হাদীস:৭৩৬৩। জামে মা'মার ইবনে রাশেদ, হাদীস:২০০৬০।
76 . শরহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী, কিতাবুল ইলম, হাদীস:১২৬। জামে বয়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহী, হাদীস:১৪৯৭।

ইহুদি খৃষ্টান বা বিধর্মীদের নিকট কোন সমস্যার সমাধান না চাওয়া

[৮৩] হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا

আহলে কিতাবদেরকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর না। সে তোমাদেরকে হিদায়াত বা সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবে না। বরং তারা তো নিজেরাই গোমরাহ পথভ্রষ্ট।[৭৭]

অপর রিওয়ায়াতে আছে-

وَاللهِ لَوْ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيًّا مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

আল্লাহর কসম! যদি মূসা (আ) ও জীবিত থাকতেন তবে তারও আমার অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।-[রিওয়ায়াত:১৭৯, শামেলা:১৭৬][৭৮]

77 .মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৪৬৩১। মুসনাদে আবী ইয়ালা মুসিলী, হাদীস:২১৩৫।

78 . মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে হযরত জাবের (রা), হাদীস:২১৩৯। আল ফাতহুর রব্বানী ফি তারতীবি মুসনাদে আহমদ, কিতাবুল ইলম, হাদীস:৩০০।

الْخَامِسُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

وَهُوَ بَابٌ فِي الْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ইমানের ৫ম শাখা

তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে

আল্লাহ তাআলার বাণী

إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও– এসবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।- সূরা নিসা:৭৮

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে।- সূরা নিসা:৭৯

প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াত বাহ্যত বিপরীত মনে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এর অর্থ হলো কল্যাণকর যা কিছু তোমার লাভ হয় যার দ্বারা তোমার আনন্দ বোধ হয় যেমন দৈহিক সুস্থতা, শত্রুর মোকাবেলায় বিজয়, রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা ইত্যাদি তোমার প্রতি তার সূচনাকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। আর যা কিছু তোমার এমন লাভ হয় যা তোমার কাছে মন্দ লাগে এবং তোমাকে চিন্তান্বিত করে তবে তা হলো তোমার নিজের কৃতকর্মের কারণে। এতদসত্ত্বেও তা তোমার প্রতি পরিচালনাকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। এবং তোমার এবং তোমার প্রতি আপতিত বিষয়ের ফয়সালাকারী তিনিই।

যেমন অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধই তিনি ক্ষমা করে দেন।-সূরা শুরা:৩০

অপর এক আয়াতে এটা বলা হয়েছে যে, মুসিবত ও বিপদের সময় এটা বল যে-

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ

বল, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে।-সূরা নিসা:৭৮

তাকদীরের প্রতি ইমান আনার আবশ্যকতা

[৮৪] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা হযরত ইয়াহয়া ইবনে ইয়ামার (রহ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তাকদীর প্রসঙ্গে বিতর্ক তুলেছিলেন মা'বাদ আল জুহ্নি বসরা শহরে। ইয়াহইয়া বলেন, আমরা হজের জন্য বের হলাম। আমি এবং হুমায়দ ইবনে আব্দুর রহমান যখন মদীনায় পৌছলাম তখন আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি মসজিদে নববীতে (নিয়মিত) তাশরীফ আনতেন। আমি আরয করলাম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমাদের ওদিকে কিছু লোক আছে যারা কুরআনও পড়ে এবং ইলমে দীনও অন্বেষণ করে এবং এর উপর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এ কথা বলে যে, তাকদীর বা ভাগ্য বলতে কিছু নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে।

হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন, তাদের সাথে দেখা হলে বলে দিও, আমি তাদের থেকে মুক্ত আর তারা আমার থেকে মুক্ত– তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কসম সেই সত্তার যার সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কসম খায়! যদি তাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিক হয় এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে, তথাপি তাকদীরের প্রতি ইমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

আমাকে আমার পিতা উমর (রা) হাদীস বর্ণনা করেছে। তিনি বলেছেন- একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত এবং কুচকুচে কালো চুলের অধিকারী একজন লোক আগমন করল। তার মধ্যে সফরের কোন (ক্লান্তির) চিহ্ন ছিল না। আর আমাদের মধ্যে কেউই তার পরিচিত ছিল না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী কারীম (সা) এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নবী (সা) এর দুই উরুর উপর রাখলেন।

অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইমানের ব্যাপারে বলুন, ইমান কি? নবী (সা) বললেন, ইমান হলো এই যে-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

তুমি ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি, আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি এবং তাকদীরে ভাল-মন্দের প্রতি।

তখন লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন। এরপর যথারীতি হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয়েছে। [রিওয়ায়াত:১৮০, শামেলা:১৭৭][৭৯]

অপর বর্ণনায় আছে

"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ"

قَالَ: صَدَقْتَ

"তুমি ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাব সমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি, তাকদীরে ভাল-মন্দের প্রতি তা মিষ্ট হোক অথবা তিক্ত এবং মৃত্যুর পর পূণরুত্থানের প্রতি।" তখন লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন।[৮০]

আমরা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছি যে, তিনি এ বিষয়ে এই শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন-

وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ

তুমি তাকদীরের প্রতি পুরোপুরিভাবে ইমান আনয়ন কর।–

[রিওয়ায়াত:১৮১, শামেলা:১৭৮][৮১]

তাকদীরের প্রতি ইমান না আনা পর্যন্ত অন্যান্য আমল কার্যকর হবে না

[৮৫] ইবনুদ দাইলামী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) এর নিকট গিয়ে বললাম, আমার মনে তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, অতএব আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কোন হাদীস শুনান যা আমার এই সন্দেহকে দূরিভূত করবে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা ঊর্ধলোকের ও ইহলোকের সকলকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। তথাপি তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী হবেন না। আর তিনি তাদেরকে দয়া করতে চাইলে তাঁর দয়া তাদের জন্য তাদের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে

79. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:১। জামে তিরমিযী, কিতাবুল ইমান, হাদীস:২৬১০।
80. ইবনে মুনদাহ, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৭।
81. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:১০। জামে তিরমিযী, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২১৫৫।

থাকো, তবে তোমার সেই দান কবূল করা হবে না, যাবৎ না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনো।

অতএব তুমি জেনে রেখো! যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা তোমার উপর আপতিত হতে কখনো ভুল হতো না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না, তা ভুলেও কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে।

ইবনে দাইলামী বলেন, এরপর আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর নিকট গেলাম, তিনি অনুরুপ হাদীস বললেন। এরপর হযরত হুযায়ফা (রা) এর নিকট গেলাম, তিনিও অনুরুপ বললেন। এরপর হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) এর নিকট গেলাম, তিনিও নবী কারীম (সা) থেকে তাদের অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করলেন।-[রিওয়ায়াত:১৮২, শামেলা:১৭৯][৮২]

আল্লাহ তাআলা সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন

[৮৬] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিক কুরায়শরা নবী (সা) এর কাছে বসে তাকদীরের ব্যাপারে বিতর্ক করছিল। এমন সময় নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়-

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ،يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে উপুর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেই দিন বলা হবে জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।- সূরা কামার:৪৭-৪৯ [রিওয়ায়াত:১৮৩, শামেলা:১৮০][৮৩]

হযরত আদম ও মূসা (আ) এর বিতর্ক

[৮৭] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- (রূহের জগতে) আদম ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মূসা (আ)

82 . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আনসার, হাদীস:২১৬৫৩। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস:৪৬৯৯।
83 . সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুত তারীখ, হাদীস:৬১৩৯। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৫৬।

আদম (আ) কে বললেন, আপনি আমাদেরকে অপদস্থ করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছেন। আদম (আ) মূসা (আ) কে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কথোপকথন করেছেন এবং তোমাকে তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করেছেন। তুমি আমাকে এমন কাজের জন্য তিরষ্কার করছ যা আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব আদম (আ) তর্কে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা মূসা (আ) এর উপর বিজয়ী হয়ে গেলেন। [রিওয়ায়াত:১৮৪, শামেলা:১৮১][৮৪]

[ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন] এই হাদীসে এই প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কার্যাবলী এবং তা প্রকাশ হওয়ার বিষয়ে পূর্ব থেকেই অবগত। আর এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, কারো জন্য উচিত নয় যে, সে কোন একজনকে এমন কাজের জন্য তিরষ্কার করবে যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল– যাকে কেউ রুখতে পারত না। তবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে কারণ ও উপায় থাকার বিষয়টি ব্যতীত।

তাকদীর নির্ধারিত

[৮৮] হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকী গারকাদে একটি জানাযাতে ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর পাশে বসলাম । তিনি একটি লাকড়ি নিলেন এবং তা দিয়ে জমিনে হালকাভাবে টোকা দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তার মাথা মুবারক উঠালেন এবং বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা আল্লাহ তাআলা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারণ করেননি এবং সে বদকার হবে অথবা পূণ্যবান হবে, তাও লিপিবদ্ধ করেননি।

হযরত আলী (রা) বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা)! আমরা কি আমাদের অদৃষ্টলিপির উপর স্থির থেকে আমল ছেড়ে দেব না? তখন তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত সে নেককারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। আর যে ব্যক্তি বদকারদের অন্তর্ভুক্ত সে বদকারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) বললেনঃ তোমরা আমল করে যাও। প্রত্যেকের পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে । নেক আমলকারীদের জন্য নেক আমল করা সহজ করে দেওয়া

84 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৫২। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস:৪৭০১।

হবে। আর বদকারদের জন্য বদকারী আমল সহজ করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন-

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

সুতরাং যে দান করল এবং তাকওয়া অবলম্বন করল এবং যা উত্তম তা গ্রহন করল, আমি তার জন্য সুখকর পরিণামের পথ সুগম করে দেব এবং যে কৃপণতা করল এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল আর যা উত্তম তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, আমি তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সুগম করে দেব ।-সূরা লায়লঃ ৫-১০ -[রিওয়ায়াত:১৮৫, শামেলা:১৮২][৮৫]

যার জন্য যে আমল সহজ

[৮৯] আবুল আসওয়াদ আদ দুআলী (রহ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “ ইমরান ইবন হুসায়ন (র) আমাকে বললেন, আজকাল লোকেরা যে সব আমল করে এবং যে কষ্ট করে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তা কি এমন কিছু যা তাদের উপর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি দারা তাদের উপর পূর্ব নির্ধারিত? নাকি ভবিষ্যতে তারা করবে যা তাদের কাছে তাদের নবী (সা) নিয়ে এসেছেন এবং যাদের উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন আমি বললাম, বরং ব্যাপারটি তো তাদের উপর অতীতে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন তিনি বললেন, তাহলে তা কি যুলূম হবে না । তিনি বললেন, এতে আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম এবং বললাম, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর ক্ষমতাধীন। সুতরাং তিনি যা করেন, সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না বরং তাদেরই জবাবদিহি করতে হবে ।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি আপনাকে প্রশ্ন করে আপনার উপলব্ধি অনুমান করতে চেয়েছিলাম। মুযায়না গোত্রের দুজন লোক অথবা একজন লোক রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা)! লোকেরা বর্তমানে যে সব আমল করে এবং কষ্ট করে, সেগুলি কি তাদের জন্য ফয়সালা হয়ে গিয়েছে,

---

85 . সহিহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, হাদীস:১৩৬২। সহিহ মুসলিম, তাকদীর অধ্যায়, হাদীস:২৬৪৭।

আগেই তাকদীর দ্বারা নির্ধারিত, নাকি ভবিষ্যতে তারা সে সব আমল করবে, যা তাদের নবী (সা) তাদের কাছে নিয়ে এসেছে এবং তাদের উপর দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । তখন তিনি বললেনঃ না বরং বিষয়টি তাদের জন্য ফয়সালা করা হয়েছে এবং পূর্ব থেকেই তাদের জন্য তা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তখন লোকটি বলল, তাহলে আমারা কিসের ভিত্তিতে আমল করব? নবী (সা) বললেন, (ভাল অথবা মন্দ এই) দুটি অবস্থার যে অবস্থার উপর যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। তার সত্যায়ন আল্লাহর কিতাবের এই আয়াতে রয়েছেঃ

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

আর কসম মানুষের এবং তার যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, এরপর তাকে তিনি পাপ-পূণ্যের জ্ঞান দান করেছেন। সূরা আশ শামস:৭-৮ -[রিওয়ায়াত:১৮৬, শামেলা:১৮৩][৮৬]

মাতৃগর্ভে চারটি বিষয় এবং শেষ পরিণতি নির্ধারিত হয়

[৯০] আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরুপে প্রত্যায়িত) রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের শুক্র তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরুপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় । এরপর অনুরুপ চল্লিশ দিনে তা একটি গোশতপিণ্ডের রুপ নেয় । এরপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে একজন ফিরিশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রুহ ফুকে দেয় । আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় । আর তা হল এই-তার রিযক, তার কর্ম, তার মৃত্যুক্ষণ, এবং তার বদকার ও নেককার হওয়া ।

সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মত আমল করতে থাকে । অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে । এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।- [রিওয়ায়াত:১৮৭, শামেলা:১৮৪][৮৭]

---

86 . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাসরিয়ীন, হাদীস:১৯৯৩৬। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৫০।
87 . সহিহ বুখারী, কিতাব বাদউল খাল্ক, হাদীস:৩২০৮। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৪৩।

উক্ত হাদীসের ব্যাপারে নবী (সা) কে স্বপ্নে দেখার ঘটনা

[৯১] হযরত আবু আব্দুল্লাহ আসফাতী (রহ) বলেন, আমি নবী (সা) কে স্বপ্নে দেখে (উক্ত হাদীসের ব্যাপারে) আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আ'মাশ (রহ) যায়দ ইবনে ওয়াহাব থেকে তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে তাকদীরের ব্যাপারে (উক্ত) হাদীস বর্ণনা করেছেন (তা কি সঠিক)? তিনি (সা) বললেন- "হ্যাঁ আমিই তা বলেছি। আল্লাহ তাআলা আ'মাশ এর প্রতি রহম করুন, যায়দ ইবনে ওয়াহাবকে রহম করুন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর প্রতি রহম করুন আর রহম করুন তাদের প্রতি যারা এই হাদীস বর্ণনা করেছে।" [রিওয়ায়াত:১৮৮, শামেলা:১৮৫]

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- এই হাদীস এই বিশ্বাসের উপর দলিল প্রদান করে যে, যে অবস্থার উপর বান্দার আমল শেষ হয় (সে অবস্থাই ধর্তব্য)। আর পূর্বে তাকদীরে যা লিখিত ছিল তাই বাস্তবায়িত হয়। আর এসব থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করতে পারেন। আর বান্দাদের আমল আল্লাহর সৃষ্ট। আর বান্দা তার কাসেব বা উপার্জনকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কাজকর্মও।- সূরা সাফফাত:৯৬

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান ইসলামের জন্য তার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তরকে খুব সংকুচিত করে দেন।-সূরা আনআম:১২৫

এই আয়াত যেমনিভাবে হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার প্রমাণ তেমনি তা হিদায়ত ও পথভ্রষ্টতা সৃষ্ট হওয়ারও প্রমাণ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন- يَشْرَحْ বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং يَجْعَلْ সৃষ্টি করেন, তৈরি করেন। এই শব্দাবলী الْفِعْل (ক্রিয়া) وَالْخَلْق (সৃষ্টি) কে অত্যাবশ্যক করে। এই আয়াত ব্যতীত এ বিষয়ের উপর আরো অনেক আয়াত রয়েছে। (এছাড়া) আমরা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন-

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

আমল করে যাও, প্রত্যেকের জন্য সেই আমল সহজ করা হয়েছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

[৯২] হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ صانع كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকর্মের স্রষ্টা।-

[রিওয়ায়াত:১৯০, শামেলা:১৮৭][৮৮]

আমরা বর্ণনা করেছি আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

الْخَيْرُ وَالشَّرُّ خَلِيقَتَانِ تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ভাল ও মন্দ উভয়টি সৃষ্ট। আর কিয়ামতের দিন তা মানুষের (হিসাবের) জন্য কায়েম করা হবে।[৮৯]

এ বিষয়ের উপর অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা 'কিতাবুল কাদর' এ সেসব উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি সেদিকে আগ্রহী হতে চায় সে যেন উক্ত গ্রন্থের দিকে মনোনিবেশ করে।

তাওফীক লাভের আলামত তিনটি

[৯৩] হযরত যুননুন মিসরী (রহ) বলেন- তাওফীক লাভের আলামত তিনটি-

১.যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অভাব সত্ত্বেও নেক আমলে নিয়োজিত হওয়া।

২.গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকা– তার প্রতি ধাবিত হওয়া এবং তা থেকে বাঁচার উপায়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও।

৩.দুআ করা এবং দুআর মধ্যে বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন ও আহাজারী করা।

আর তিনটি আলামত হলো তাওফীক থেকে বঞ্চিত হওয়ার-

১.গুনাহ থেকে দূরে ভাগা সত্ত্বেও গুনাহ্র মধ্যে নিপতীত হয়ে যাওয়া।

২.উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও নেক ও কল্যাণকর কাজ না করা এবং করা থেকে বিরত থাকা।

৩.দুআ করা এবং আল্লাহর সামনে নম্রতা প্রদর্শন ও আহাজারী করা থেকে বঞ্চিত থাকা।- [রিওয়ায়াত:১৯২, শামেলা:১৮৯]

---

88 . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৮৫। কিতাব খালকু আফআলুল ইবাদ লিল বুখারী, রিওয়ায়াত:১২৪।

89 . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে কুফিয়ীন, হাদীস:১৯৪৮৭। তাবরানী আউসাত, হাদীস:৮৯২৫।

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- এই অধ্যায়ের সাথে যে বিষয়টি জানা আবশ্যক তা হলো আল্লাহর উপর কোন কিছু করা আবশ্যক নয়। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও ক্রিয়ার মধ্যে কোন দোষ নাই। আর না এ কথা বলা যাবে যে, তিনি এমন কেন করেছেন? এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমরা কিতাবুল কাদর-এ সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

সর্ব প্রকার শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে

[৯৪] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন-

أَلَا أُعَلِّمُكَ، أَوْ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আমি কি তোমাকে শিখিয়ে দেব না অথবা বললেন, তোমাকে সন্ধান দেব না এমন কালিমার যা আরশের নিম্নস্থিত জান্নাতের খাযানাহ বা ধন ভাণ্ডার থেকে নির্গত। আর তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক আমল করার শক্তি একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমেই হতে পারে।

(যখন বান্দা এই কালিমা পাঠ করে তখন) আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ

আমার বান্দা আমার আনুগত্য করেছে এবং নিজেকে সমর্পণ করেছে।–[রিওয়ায়াত:১৯৩, শামেলা:১৯০][৯০]

তাকদীরের ব্যাপারে আপত্তি না করা এবং আপত্তিকর কিছু না বলা

[৯৫] আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَرٌّ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। যে বিষয়টি তোমার উপকার করবে তুমি তার আকাঙ্ক্ষা কর। আল্লাহর

---

90 . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা), হাদীস:৭৯৬৬। মিশকাত, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস:২৩২১।

সাহায্য প্রার্থনা কর, অক্ষম ও নিরাশ হয়ো না। যদি তুমি কোন ক্ষতি বা অকল্যাণর সম্মুখীন হও তবে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম তবে এমন এমন হতো। বরং বল যে, আল্লাহ তাআলার নির্ধারণ ও ফয়সালা এমনই ছিল। তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। কেননা `যদি' কথাটি শয়তানের কর্মকাণ্ডের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।-[রিওয়ায়াত:১৯৪, শামেলা:১৯১][৯১]

কোন কাজ না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলতেন

আমরা বর্ণনা করেছি হযরত আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেন-

خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِينَ، فَمَا أَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ قَطُّ، فَلَمْ تَتَهَيَّأْ إِلَّا قَالَ

আমি দশ বৎসর পর্যন্ত নবী কারীম (সা) এর খিদমত করেছি। তিনি যদি আমাকে কোন প্রয়োজনীয় কাজে পাঠাতেন আর তা না হত, তখন তিনি বলতেন-

لَوْ قَضَى اللهُ كَانَ، وَلَوْ قَدَّرَ كَانَ

যদি আল্লাহর ফয়সালা হত তবে হয়ে যেত। যদি আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করতেন তবে হয়ে যেত।[৯২]

নবী (সা) কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) কে উপদেশ

[৯৬] হযরত ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নবী (সা) এর পিছনে আরোহী ছিলাম। তিনি বললেন-

يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَيِّمُ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، قُضِيَ الْقَضَاءُ وَجَفَّتِ الْأَقْلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ

ওহে বালক! অথবা বললেন ওহে ছোট! আমি তোমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি (এর দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন)। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে। তিনি তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহর বিধান মেনে চলবে তাহলে তাকে তোমার সামনে

91 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২৬৬৪। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা), হাদীস:৮৭৯১।
92 . সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদীস:৭১৭৯। মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৩৪১৯।

সদয় পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।

জেনে রাখ, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায় তবে আল্লাহ যা তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোন উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর সব উম্মত যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায় তবে তোমার তাকদীরে আল্লাহ তাআলা যা লিখে রেখছেন তা ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। তাকদীর নির্ধারিত হয়ে গেছে। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।-[রিওয়ায়াত:১৯৫, শামেলা:১৯২][৯৩]

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দুআ

আমরা নবী (সা) এর দুআ বর্ণনা করেছি। তিনি দুআ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাকদীর বা তোমার ফয়সালার উপর রাযী থাকার তাওফীক।[৯৪]

যে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ লাভ করেছে

[৯৭] হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি-

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

সেই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ লাভ করেছে– যে আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।-[রিওয়ায়াত:১৯৮, শামেলা:১৯৫][৯৫]

তাকদীরে সন্তুষ্ট না হলে

[৯৮] হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَقَدَرِي فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِي

93 . মিশকাত, কিতাবর রিকাক, হাদীস:৫৩০২। জামে তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহুদ, হাদীস:২৫১৬।
94. মিশকাত, দুআ অধ্যায়, হাদীস:২৫০০। আদাবুল মুফরাদ, হাদীস:৩০৭।
95 . সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৩৪। মিশকাত, কিতাবুল ইমান, হাদীস:৯।

যে ব্যক্তি আমার নির্ধারিত ফয়সালা এবং তাকদীরে সন্তুষ্ট নয়, তবে সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য প্রতিপালক অনুসন্ধান করে নেয়। [রিওয়ায়াত:২০০, শামেলা:১৯৬][৯৬]

বড় আবেদ ও পরহেযগার এবং মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার উপায়

[৯৯] হযরত আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

أَدِّ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ

আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি যা ফরয করেছেন তা আদায় কর তবে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী হতে পারবে। তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাক, তবে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার হতে পারবে। আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দিয়েছেন তার প্রতি তুষ্ট থাক, তাহলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী হতে পারবে। [রিওয়ায়াত:২০১, শামেলা:১৯৭]

আদম সন্তানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যার মধ্যে আছে

[১০০] হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ عَلَيْهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

আদম সন্তানের সৌভাগ্য হলো আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা (কল্যাণ কামনা) করা এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্ধারণ করেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা ।আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য হলো আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা (কল্যাণ কামনা) পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া– ।-[রিওয়ায়াত:২০৩, শামেলা:১৯৯][৯৭]

কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) যে দুআ পড়তেন

[১০১] হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন কাজের ইচ্ছা করতেন তখন এই দুআ পাঠ করতেন-

---

96 . তাবরানী কাবীর, ২২ খণ্ড, হাদীস: (৮০৭)। কানযুল উম্মাল, আল ইমান আল ইসলাম, হাদীস:৪৮২।
97 . মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৪৪৪। জামে তিরমিযী, কিতাবুল কাদর, হাদীস:২১৫১।

اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي

হে আল্লাহ! আমাকে ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আমার জন্য ভাল কাজ নির্ধারণ করে দিন।-[রিওয়ায়াত:২০৪, শামেলা:২০০][৯৮]

কল্যাণ যেভাবে প্রার্থনা করবে- হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর উপদেশ

[১০২] হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং বলে- اللَّهُمَّ خِرْلِي হে আল্লাহ! আল্লাহ আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন। অতএব এরপর যখন আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করেন তখন সে খুশি হতে পারে না। অতএব তার এভাবে দুআ করা উচিত-

اللَّهُمَّ خِرْلِي بِرَحْمَتِكَ وَعَافِيَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমত ও আফিয়াতের সাথে কল্যাণ নির্ধারণ করুন।

আবার কোন বান্দা এমন বলে যে- اللَّهُمَّ اقْضِ لِي بِالْحُسْنَى হে আল্লাহ! আমার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করেন। অথচ কল্যাণের ফয়সালা তো কখনো হাত-পা কেটে দেওয়ার দ্বারাও হতে পারে, অথবা ধন-সম্পদ বিনষ্টের মাধ্যমে অথবা সন্তানের বরবাদির মাধ্যমেও হতে পারে। অতএব বান্দার উচিত এভাবে দুআ করা-

اللَّهُمَّ اقْضِ لِي بِالْحُسْنَى فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ

হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে আফিয়াত ও সজতার সাথে ভালাই ও কল্যাণের ফয়সালা করুন। [রিওয়ায়াত:২০৫, শামেলা:২০১]

ইস্তিখারার দুআ

[১০৩] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন (কল্যাণ ও সফলতার জন্য) এই দুআ করে-

---

98 .জামে তিরমিযী, দুআ অধ্যায়, হাদীস:৩৫১৬। মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস:৪৪।

اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا – لِلْأَمْرِ الَّذِي يُرِيدُ – خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَإِلَّا فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، ثُمَّ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ أَيْنَ كَانَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং আপনার শক্তির মাধ্যমে শক্তি প্রার্থনা করি এবং মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কেননা আপনি শক্তিমান আমি অক্ষম। আপনি জানেন আমি জানি না। আপনি সব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আমার এই এই কাজ– সেই কাজের কথা বল যার ইচ্ছা করেছ– আমার ইহকাল-পরকাল এবং শেষ ফলের দিক দিয়ে যা কল্যাণকর হয় (তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন)। আর যদি তা আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে একে আমার থেকে দূর করে দিন আমাকেও এর থেকে দূর করে দিন এবং আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারন করে দিন তা যেখানেই থাকুক না কেন। সর্বপ্রকার শক্তি-সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।-[রিওয়ায়াত:২০৬, শামেলা:২০২][99]

স্থায়ী সুখ-শান্তি যেখানে পাওয়া যায়

[১০৪] হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

لَا تُرْضِيَنَّ أَحَدًا بِسَخَطِ اللهِ، وَلَا تَحْمِدَنَّ أَحَدًا عَلَى فَضْلِ اللهِ، وَلَا تَذِمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، فَإِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَسُوقُهُ إِلَيْكَ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ عَنْكَ كُرْهُ كَارِهٍ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقِسْطِهِ، وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالرَّاحَةَ، وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينَ، جَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السَّخَطِ وَالشَّكِّ

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কখনো কাউকে সন্তুষ্ট করো না। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর অপর কারো কৃতজ্ঞ হয়ো না। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যদি তুমি কিছু না পাও তবে তার জন্য অপর কাউকে দোষারোপ করো না। কোন লোভাতুর ব্যক্তির লোভ আল্লাহর রিযিককে তোমার কাছে নিয়ে আসতে পারে না। আর কোন মন্দ লোকের মন্দ কাজ তোমার থেকে তা দূর করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তার আদল ও ইনসাফের দ্বারা আত্ম-প্রশান্তি, প্রশস্ততা ও আনন্দকে সন্তুষ্টি ও ইয়াকীনের মধ্যে রেখেছেন। আর দুশ্চিন্তা

99 . সহিহ বুখারী, দুআ অধ্যায়, হাদীস:৬৩৮২। মিশকাত, কিতাবুস সালাত, হাদীস:১৩২৩।

ও দুঃখকে (তাকদীরে) অসন্তুষ্টি ও সন্দেহের মধ্যে রেখেছেন।-[রিওয়ায়াত:২০৮, শামেলা:২০৪][১০০]

ইমানের হাকীকত- তাকদীর কখনো ভুল করে না

[১০৫] হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ

প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকিকত আছে। আর কোন মানুষ সেই পর্যন্ত ইমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে এ কথা জেনে নেয় যে, যা কিছু তার প্রতি আপতিত হয়েছে তা কখনো তার প্রতি আপতিত হওয়া থেকে ভুল করত না। আর যা কিছু তার প্রতি আপতিত হয়নি তা কখনো তার প্রতি আপতিত হতো না।-[রিওয়ায়াত:২১৫, শামেলা:২১১][১০১]

তাকদীর তাফবীয তাসলিম ও তাওয়াককুল প্রসঙ্গে মাশায়েখদের বাণী

[১০৬] হযরত যুননুন মিসরী (রহ) বলেন-

مَنْ وَثِقَ بِالْمَقَادِيرِ لَمْ يَغْتَمَّ

যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ইমান রাখে সে কখনো চিন্তিত ও দুঃখিত হয় না।–[রিওয়ায়াত:২১৬, শামেলা:২১২][১০২]

[১০৭] হযরত আবুল আব্বাস বিন আতা (রহ) বলেন-

ذَرُوا التَّدْبِيرَ وَالِاخْتِيَارَ تَكُونُوا فِي طِيبٍ مِنَ الْعَيْشِ، فَإِنَّ التَّدْبِيرَ وَالِاخْتِيَارَ يُكَدِّرُ عَلَى النَّاسِ عَيْشَهُمْ

তদবীর বা উপকরণ এবং নিজের পছন্দের মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচ (বরং আল্লাহ যেভাবে রাখেন সেভাবে খুশি থাক) তাহলে জীবনে সুখে থাকবে। এজন্য যে, উপকরণ ও পছন্দের পিছনে পড়া জীবনকে পঙ্কিল করে দেয়।[১০৩]

তিনি আরও বলেন-

---

100 . তাবরানী কাবীর, হাদীস:১০৫১৪। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২৬৪৮।
101 . মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে কাবায়েল, হাদীস:২৭৪৯০। মুসনাদ আল বাযযার, হাদীস:৪১০৭।
102 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ:৩৮০। মুখতাসার তারীখে দিমাশক লি ইবনে মানযূর, ৮ম খণ্ড, পৃ:২৫১।
103 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:২০১। তাবাকাতুস সূফিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ:১৬৯।

الْفَرَحِ فِي تَدْبِيرِ اللهِ تَعَالَى لَنَا، وَالشَّقَاءُ فِي تَدْبِيرِنَا

আমাদের জন্য খুশি ও আনন্দ হলো আল্লাহর তদবীর বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে। আর বঞ্চনা ও কাঠিন্য হলো আমাদের নিজেদের তদবীর ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে। [রিওয়ায়াত:২২০, শামেলা:২১৬]

[১০৮] মুহাম্মদ ইবনে মাসরূক আত তুসী (রহ) বলেন-

مَنْ تَرَكَ التَّدْبِيرِ عَاشَ فِي رَاحَةٍ

যে ব্যক্তি তদবীর (এ নিমগ্ন হওয়া) ছেড়ে দেয় সে শান্তি ও আরামের জীবন অতিবাহিত করে।-[রিওয়ায়াত:২২২, শামেলা:২১৮][১০৪]

[১০৯] হযরত সাহল (রহ) বলেন-

الْبَلْوَى مِنَ اللهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: بَلْوَى رَحْمَةٍ، وَبَلْوَى عُقُوبَةٍ،فَبَلْوَى الرَّحْمَةِ يَبْعَثُ صَاحِبَهُ عَلَى إِظْهَارِ فَقْرِهِ إِلَى اللهِ وَتَرْكِ التَّدْبِيرِ، وَبَلْوَى الْعُقُوبَةِ يَبْعَثُ صَاحِبَهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ وَتَدْبِيرِهِ

বিপদ ও পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুই ধরণের হয়। রহমতস্বরুপ বিপদ অথবা শাস্তিস্বরুপ বিপদ। রহমতস্বরুপ বিপদ বা পরীক্ষা হলো, যে নিজের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্ব আল্লাহর নিকট পেশ করে এবং তদবীর তথা নিজের পছন্দাপছন্দ পরিত্যাগ করে। আর শাস্তিস্বরুপ বিপদ হলো, যে তার পছন্দাপছন্দ ও তদবীরের পিছনে পতিত হয়।- [রিওয়ায়াত:২২২, শামেলা:২১৯][১০৫]

[১১০] হযরত শাকীক (রহ) বলেন-

يَا فَقِيرُ لَا تَشْتَغِلْ، وَلَا تَتْعَبْ فِي طَلَبِ الْغِنَى، فَإِنَّهُ إِذَا قُسِمَ لَكَ الْفَقْرُ لَا تَكُونُ غَنِيًّا

হে ফকীর! দুনিয়াতে মশগুল হয়ো না। আর প্রাচূর্য অন্বেষণে কষ্ট উঠিয়ো না। এজন্য যে, যখন তোমার জন্য দারিদ্রতা নির্ধারণ হয়ে গেছে তখন তুমি ধনী হতে পারবে না।-[রিওয়ায়াত:২২৩, শামেলা:২২০][১০৬]

---

104 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:২১৩।
105 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:২১১। তাবাকাতুস সূফিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ:১৭০।
106 . তারীখে দিমাশক লি ইবনে আসাকির, ২৩ খণ্ড, পৃ:১৪২।

[১১১] হযরত ইউনুস বিন উবায়দ (রহ) বলেন-

مَا تَمَنَّيْتُ شَيْئًا قَطُّ

আমি কখনো কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা ও আশা করিনি।-

[রিওয়ায়াত:২২৯, শামেলা:২২৬]

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) এর দুআ

[১১২] হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) এই দুআ করতেন-

اللهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدْرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ شَيْءٍ أَخَّرْتَهُ، وَلَا تَأْخِيرَ شَيْءٍ عَجَّلْتَهُ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর তুষ্ট রাখ এবং তোমার নির্ধারিত তাকদীরের মধ্যে আমার জন্য বরকত দান কর। এমনকি আমি যেন আগে না চাই যা তুমি পরে দেবে বলে নির্ধারণ করেছ। আর আমি যেন পরে না চাই যা তুমি আগে দেবে বলে নির্ধারণ করেছ।-[রিওয়ায়াত:২২৭, শামেলা:২২৪]

হযরত ইসা (আ) প্রভাতে যে দুআ করতেন

[১১৩] হযরত ইসা (আ) এই দুআ করতেন-

اللهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو، وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِي، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي، اللهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلَا تَسُؤْ بِي صَدِيقِي، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي

হে আল্লাহ! এই সুন্দর প্রভাতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের গতিরোধ করা এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সুফল ভোগ করার ক্ষমতা আমার নেই। অপর কারো হাতে নয় আপনার হাতেই সর্ব বিষয়ের চাবিকাঠি। হে আল্লাহ! ত্রুটিপূর্ণ আমলের কারণে আমি দায়গ্রস্ত। আপনার দরবারে আমার মত বড় অসহায় ফকীর আর কেউ নেই। হে আল্লাহ! আমার শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশি হওয়ার সুযোগ প্রদান করো না এবং আমার সুহৃদকে আমার ব্যাপারে কখনো দুঃখিত করো না। আমাকে আমার দীনের ব্যাপারে কখনো বিপদগ্রস্ত করো না। আর এমন কোন ব্যক্তিকে আমার উপর আধিপত্য দিয়ো না, যে আমার প্রতি সদয় আচরণ করবে না। [রিওয়ায়াত:২৪০, শামেলা:২৩৭][১০৭]

107 . তাফসীর দুররে মানসূর, সূরা আল ইমরান:৪৮। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুদ দুআ, হাদীস:২৯৩৮৬।

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন জ্ঞান লোপ পায়

[১১৪] হযরত সুলায়মান (আ) এর ঘটনা প্রসঙ্গে হুদুহুদ পাখির আলোচনায় ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হুদহুদ যমীনের নীচে পানি দেখতে পায় কিন্তু যখন বাচ্চারা তাকে ধরার জন্য যমীনে জাল বিছায় তখন সে কেন তা দেখতে পায় না? এর উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

إِنَّ الْقَدَرَ إِذَا جَاءَ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন চোখ অন্ধ হয়ে যায় ।-

[রিওয়ায়াত:২৪৯, শামেলা:২৪৭][১০৮]

[১১৫] তিরমিযী (রহ) বলেন-

إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عَمِيَ الْبَصَرُ، وَإِذَا جَاءَ الْحِينُ غَطَّى الْعَيْنَ

যখন তাকদীর প্রবল হয় তখন চোখ অন্ধ হয়ে যায়। আর যখন মৃত্যু এসে পড়ে তখন চোখের উপর পর্দা পড়ে যায়। [রিওয়ায়াত:২৫০, শামেলা:২৪৮]

সর্বব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা– মাহমুদ ইবনে হাসান ওয়াররাক (রহ) এর কবিতা

[১১৬] মাহমুদ ইবনে হাসান ওয়াররাক (রহ) বলেন-

تَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ فِي كُلِّ حَاجَةٍ ... أَرَدْتَ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي وَيَقْدِرُ

مَتَى مَا يُرِدْ ذُو الْعَرْشِ أَمْرًا بِعَبْدِهِ ... يُصِبْهُ وَمَا لِلْعَبْدِ مَا يَتَخَيَّرُ

وَقَدْ يَهْلِكُ الْإِنْسَانُ مِنْ وَجْهِ أَمِنَهُ ... وَيَنْجُو بِحَمْدِ اللهِ مِنْ حَيْثُ يَحْذَرُ"

নিজের সকল প্রয়োজন ও ইচ্ছার ব্যাপারে দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা কর, কেননা আল্লাহই কাযা ও তাকদীরের মালিক। যখন আরশের অধিপতি বান্দার জন্য কোন কিছু ফয়সালা করেন, তখন তা তার নিকট পৌছে যায় এবং বান্দার কোন ইচ্ছা ও অধিকার সেখানে থাকে না। কখনো মানুষ নিরাপদ অবস্থায়ও ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কখনো আল্লাহর প্রশংসা যে, বিপদ ও ধ্বংসের স্থান থেকেও মুক্তি পেয়ে যায়।-[রিওয়ায়াত:২৫২, শামেলা:২৫০]

---

108 . তাফসীর তাবারী, তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নামল:২০।